NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০নং ধারা ফিরিয়ে আনতে সুপ্রিম কোর্টে মরিয়া প্রয়াস

বাংলায় কাজ নেই বলে ভিন রাজ্যে ছুটছে শ্রমিকরা: অধীর চৌধুরী ৬

কলকাতা ২৫ অগস্ট ২০২৩ ৭ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 25.8.2023, Vol.17, Issue No.75, 8 Pages, Price 3.00

‘মুন-মিশনে’ উপকৃত হবেন আমজনতাও, জানাল ইসরো

শ্রীহরিকোটা, ২৪ অগস্ট: চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যা গোটা দেশের গর্ব। তবে ৬১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের এই ‘মুন মিশন’ সফল হলেও এর থেকে সাধারণ মানুষ কী লাভ পাবেন এখন তা নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা। এই প্রসঙ্গে ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়, চন্দ্রযান-৩ কেবল জল ও মূল্যবান খনিজ খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কৃষিক্ষেত্র থেকে সমগ্র অর্থনীতির উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে এই চন্দ্রযানের। এই ‘মুন -মিশন’ থেকে কী কী সুবিধা মিলবে তা জানিয়েছে ইসরো।

সেখানে বলা হয়েছে, মহাকাশ গবেষণায় সহায়তা- চন্দ্রযান-৩ -র সাফল্য এমন অনেক নতুন তথ্য দিতে পারবে, যা মহাকাশের অনেক রহস্য সমাধান করতে সাহায্য করবে। অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, চাঁদে জল ও বরফের পাশাপাশি ইউরেনিয়াম, প্ল্যাটিনাম, সোনা-সহ অনেক ধরনের খনিজ রয়েছে। চন্দ্রযান-৩-র রোভার আগামী ১৪ দিনের জন্য সেখানে এই ধরনের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। সেখানকার ছবি পাঠাবে। তার থেকেই চাঁদের খনিজ, জল সম্পর্কে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

এমনকী কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও এর প্রভাব পড়বে বলেও জানাচ্ছে ইসরো। কারণ, চন্দ্রযান-৩ এর সরাসরি প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। যেমন প্রাইভেট স্পেস সেক্টরে ভারতের আধিপত্য বাড়বে। এর ফলে মহাকাশ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা বাড়বে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়ছে।

শুধু তাই নয়, দেশের অনেক বেসরকারি কোম্পানি মহাকাশ বিজ্ঞান খাতের সঙ্গে যুক্ত। চন্দ্রযান-৩ -র সাফল্যের পর এই সমস্ত কোম্পানির শেয়ারের রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন, গোদরেজ অ্যারোস্পেস, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (এলএন্ডটি), হিমসন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিরামিকস চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থাগুলির তৈরি সরঞ্জামগুলি চন্দ্রযান-৩- মিশনে ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে কোম্পানিগুলোর শেয়ারে।

উঠে গেল কোভিডবিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে আর কোভিডবিধি রইল না। বৃহস্পতিবার টেলি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘আজ থেকে কোভিডবিধি প্রত্যাহার করা হল।’ যদিও, অনেক দিন ধরেই মাস্ক পরা বা সামাজিক দূরত্ব মানার বিষয়গুলি ট্রেনে, বাসে বা জনবহুল জায়গায় দেখা যাচ্ছিল না। তবুও সরকারি বিধিনিষেধ ছিল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। মমতা বলেন, ‘কোভিডের সময় থেকে মানুষকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। মানুষ ঘরবন্দি হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের সামনে কোনও অনুপ্রেরণা ছিল না। তাঁরা সিরিয়াল দেখতেন। আজ থেকে সেই কোভিডবিধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।’

বিস্তারিত শহরের পাতায়

যাদবপুর কাণ্ডে রাজভবনে পর্যালোচনা বৈঠক

রাজ্যপালের নির্দেশে ফের তদন্তে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুর পরই নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেন আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নতুন এই উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউয়ের সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাজভবনে পর্যালোচনা বৈঠক করতে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে।

সূত্রের খবর, প্রয়োজনে যাদবপুরে তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হতে পারে বলে পর্যালোচনা বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে আচার্য স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, যা করতে হবে সবই ইউজিসির নিয়ম মেনে করতে হবে। হস্টেলের ঘর যাঁদের নামে বরাদ্দ, সেই আবাসিক বাদে আর কেউ সেখানে থাকবে না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় তদন্ত বন্ধ করেছিল অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি। এদিকে এদিনের বৈঠকে আচার্য উপাচার্যকে নির্দেশ দেন, দরকার মনে করলে বুদ্ধদেব সাউ

বিশ্ববিদ্যায়ের অভ্যন্তরীণ যে তদন্ত কমিটি, তা পুনর্গঠন করতে পারেন। চাইলে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকেও মাথায় বসিয়ে নতুন কমিটিও তৈরি করতে পারেন। প্রসঙ্গত, যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর পর দু’টো পৃথক তদন্ত শুরু হয়। অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড নিজেদের মতো তদন্ত করছিল। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কমিটিও তদন্ত করছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কমিটি তদন্ত শুরু করার পর অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড তাদের তদন্ত বন্ধ করে দেয়। উপাচার্য সেই তদন্ত আবারও শুরু করার নির্দেশ পেলেন আচার্যের কাছ থেকে। অন্যদিকে র‍্যাগিং রুখতে ইউজিসির যা যা নিয়ম আছে, তা যেন কঠোরতার সঙ্গে মেনে চলা হয় সেই নির্দেশও দেন আচার্য। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, আচার্যের সঙ্গে বৈঠকের পরই ফের এই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিকে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে চলেছেন উপাচার্য।

যাদবপুরে প্রথমবর্ষের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে তোলপাড় রাজ্য। গত ৯ অগস্ট এই ঘটনা ঘটে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই সময় দেশের অন্যতম উৎকর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও উপাচার্য ছিলেন না। স্থায়ী উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মাঝে একবার একজন অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরে তাঁর নির্দেশেই পদ থেকে সরতে হয় ওই অস্থায়ী উপাচার্যকে। এ নিয়েও কম তরজা হয়নি। সে আবহেই আরেকজনকে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল।

বৃহস্পতিবার টেলিসম্মান অনুষ্ঠানে দুই খুদে শিল্পীর সাথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব সুজিত বসুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে তলব করল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, ৩১ অগস্ট সুজিত বসুকে নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ২০১৬ সাল থেকে একাধিক পুরসভায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১৪টি পুরসভায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তার মধ্যে ছিল দক্ষিণ দমদম পুরসভাও। সূত্রের খবর, ওই পুরসভা থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। সেই উদ্ধার হওয়া নথির ভিত্তিতেই সুজিত বসুকে তলব করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে তাঁর বাড়িতে নোটিস পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা। যদিও সুজিত বসু জানিয়েছেন, তিনি এখনও কোনও চিঠি পাননি। সিবিআই সূত্রে খবর, যে সময়কার দুর্নীতির তথ্য সামনে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপ পুরপ্রধান ছিলেন। সেখানে নিয়োগ সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি মিলেছে। সেই নথির সঙ্গে এই দুর্নীতির অন্যতম চক্রী অয়ন শীলের বাড়ি থেকে পাওয়া নথির যোগসূত্র ছিল। তদন্তকারীরা মনে করছেন, যেহেতু সুজিত বসু ওই পুরসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন, তাই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে।

মাটিগাড়া ধর্ষণকাণ্ড

অভিযুক্তদের এনকাউন্টার করে মারার নিদান শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাটিগাড়া ধর্ষণকাণ্ডে অপরাধীদের শাস্তি নিয়ে বিস্ফোরক এক বক্তব্য করে বসতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা দোষীদের শাস্তি চেয়ে শোরগোল শুরু করেন, এমনটাই খবর। এদিকে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ মাটিগাড়ায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গটি বিধানসভা অধিবেশনে উল্লেখ করেন। কিন্তু তা সংগত না বলে মনে করে মাইক বন্ধ করে দেওয়ার পরই প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় স্লোগান তুলতে থাকেন। একটু পরই অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা।

এরপরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ক্ষুব্ধ হয়ে জানান, ‘আমরা মনে করি, দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যোগী আদিত্যনাথের মতো এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত। এদের সমাজে থাকাই উচিত নয়। এরা সব ঘৃণিত জীব, পাষণ্ড।’ এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, ‘মাটিগাড়ায় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যারা দোষী, তাদের তো গ্রেপ্তার করা হয়ইনি। উলটে আমরা সেই দাবি জানাতে থানায় গেলে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শুধু নারী নিরাপত্তা দিতেই ব্যর্থ, তা নয়। শিশুদেরও রক্ষা করতে পারে না। শৈশব চলে যাচ্ছে এভাবে।’ প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে স্কুলড্রেস পরা অবস্থায় ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়। জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাড়ি থাপড়াইল এলাকায়। স্কুল ছুটির পর হাঁটা পথেই ওই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেছিল নাবালিকা। সঙ্গে ছিল অভিযুক্ত যুবক।

পুলিশের অনুমান, কোনওভাবে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা ঘরে নাবালিকাকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপরই তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। নাবালিকা বাধা দেওয়ায় রাগের মাথায় ঘরে পড়ে থাকা ইট দিয়ে নাবালিকার মাথা থেঁতলে দেয় অভিযুক্ত। এরপর ৬ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ধরা পড়ে লেনিন কলোনির বাসিন্দা অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাস। তা নিয়েই তোলপাড় শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। এই ঘটনায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিক্ষোভ দেখাতে গেলে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসএসকেএম হস্টেলে নার্সিং ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসকেএম হস্টেলে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু। শৌচাগার থেকে উদ্ধার হল নার্সিং ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ভবানীপুর থানার পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম সুতপা কর্মকার। রায়গঞ্জের বাসিন্দা সুতপা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। লিটন হস্টেলে থাকতেন সুতপা। মৃত ওই নার্সিং ছাত্রীর বাবা সুদামা কর্মকার পেশায় একজন স্বর্ণকার। তাঁর মা বেলা কর্মকার গৃহবধূ। সুতপা তাঁদের একমাত্র সন্তান। গত চার বছর ধরে কলকাতায় পড়াশোনা করছিলেন তিনি।

এই বিষয়ে স্থানীয় পুর কো-অর্ডিনেটর অভিজিৎ সাহা জানান, পুলিশ প্রশাসনের তরফে তাঁকে ফোন করে জানানো হয় যে সুতপার বাবা ও মা-কে দ্রুত কলকাতায় পাঠানোর জন্য।

এদিকে, এই ঘটনায় এক যুবককে তলব করল পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে ভবানীপুর থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই যুবক তরুণীর বন্ধু। বুধবার রাতে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ ক্ষণ ফোনে কথা বলেছিলেন তরুণী।

এদিকে পুলিশ ও হস্টেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাথরুমের দরজা বন্ধ ছিল। সুতপারই এক বান্ধবী ডাকতে যান। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায় হস্টেল কর্তৃপক্ষকে

খবর দেওয়া হয়। খবর যায় ভবানীপুর থানায়। তারপর পুলিশ গিয়ে হস্টেলের বাথরুমের দরজা ভেঙে সুতপার দেহ উদ্ধার করে।

বান্ধবীরা জানাচ্ছেন, বেশ কিছু দিন ধরেই কথাবার্তা কমিয়ে দিয়েছিলেন সুতপা। কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশাও করছিলেন না। কেন মন খারাপ, তা জানার চেষ্টা করেছিলেন বান্ধবীরা। কিন্তু সুতপা তাঁদেরও সেভাবে কিছু জানাননি বলে দাবি।

এদিকে পুলিশ সুতপার মোবাইল ফোন সিজ করেছে। কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সুতপার বান্ধবী ও হস্টেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। ক্লাসে কতটা মনোযোগী ছিলেন, তাঁর পরীক্ষার ফলও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি এই বিষয়ে সুতপার সহপাঠিনীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে পুলিশ। ঘটনায় নেপথ্যে প্রণয়ঘটিত কোনও বিষয় রয়েছে কি না সেই দিকটিও দেখা হচ্ছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারনা এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা। একইসঙ্গে ভবানীপুর থানা সূত্রে খবর, সুতপার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এসএসকেএম-এর হস্টেলে নার্সিং পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন উঠেছিল এমন ঘটনা র‍্যাগিয়ের জন্য ঘটেছে কি ন তা নিয়ে। এদিকে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে ইতিমধ্যেই হাসপাতালের তরফেও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে রয়েছেন হস্টেল সুপার, নার্সিং সুপার ও অধ্যাপক। তবে এই ঘটনার সঙ্গে র‍্যাগিংয়ের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি করেছেন এসএসকেএম-এর উপাধ্যক্ষ তথা মেডিক্যাল সুপার পীযূষকান্তি রায়।

প্রকৃতির রোষে হিমাচল প্রদেশ

কুলুতে তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে গেল ৭টি বহুতল

কুলু, ২৪ অগস্ট: প্রকৃতির রোষে হিমাচল। ধস নেমে কুলুতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল সাতটি বহুতল। মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল বিরাট চেহারার বাড়িগুলি। আর প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকল দেশবাসী। কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা খোঁজ করে দেখছে প্রশাসন। প্রকাশ্যে এসেছে ভয়াবহ ধসের ভিডিও। যা দেখে শিউরে উঠছে মানুষ। এমন ঘটনা হতে পারে, আশঙ্কায় আগেই নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছিল ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, হিমাচলের ৬টি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। এর মধ্যে রয়েছে বাঙালির প্রিয় পর্যটন কেন্দ্র শিমলাও। এছাড়াও সিরমাউর, কাংড়া, চাম্বা, মান্ডি, হামিরপুর, সোলান, বিলাসপুর এবং কুলতে দুর্যোগের সতর্কতা জারি হয়েছে। শিমাল-কুলু-মানালি প্যাকেজ ট্যুরের স্পপ্ন আপাতত বিশবাঁও জলে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে হিমাচলের পর্যটন বাণিজ্য।

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, উত্তর ভারতের দুই রাজ্যে এখনই থামবে না দুর্যোগ। ফের কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে সেখানে। যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে ১২ জনই হিমাচলের বাসিন্দা। মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে নতুন করে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের একাধিক জেলায়।

ঘোষিত হল ৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: ৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ঘোষণা। সেরা অভিনেত্রী হিসাবে প্রথম বার জাতীয় পুরস্কার পেলেন আলিয়া ভট্ট এবং কৃতি শ্যানন। ‘গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি’ ছবির জন্য সেরার স্বীকৃতি পেলেন আলিয়া। কৃতির হাতে জাতীয় পুরস্কার এনে দিল ‘মিমি’ ছবি। সেরা অভিনেতা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেলেন ‘পুষ্পা’ খ্যাত অল্লু অর্জুন। ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ছবির সৌজন্যে সেরা সহ-অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার উঠল অভিনেত্রী পল্লবী জোশীর হাতে। সেরা সহ-অভিনেতা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেলেন অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠী। ‘মিমি’ ছবির জন্য পেলেন এই সম্মান। সেরা ছবি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেল মাধবন অভিনীত ‘রকেট্রি দ্য নাম্বি এফেক্ট’। সেরা জনপ্রিয় ছবি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেল ‘আরআরআর’। সেরা বাংলা ছবির সম্মান পেয়েছে রাজদীপ পাল এবং শর্মিষ্ঠা মাইতি পরিচালিত ‘কালকক্ষ’।

একনজরে জাতীয় পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা

সেরা হিন্দি ছবি- সর্দার উধম
সেরা পরিচালক- নিখিল মহাজন (গোদাবরী)
সেরা অভিনেতা- আল্লু অর্জুন (পুষ্পা)
সেরা অভিনেত্রী- আলিয়া ভাট (গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি), কৃতী স্যানন (মিমি)
সেরা সহ-অভিনেতা- পঙ্কজ ত্রিপাঠী (মিমি)
সেরা সহ-অভিনেত্রী- পল্লবী যোশী (দ্য কাশ্মীর ফাইলস)
সেরা চিত্রনাট্য- গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি
সেরা বাংলা ছবি- কালকক্ষ
সেরা ফিচার ছবি- রকেট্রি দ্য নাম্বি এফেক্ট (আর মাধবন)
স্পেশ্যাল জুরি- শেরশাহ (বিষ্ণু বর্ধন)
সেরা সিনেম্যাটোগ্রাফার- অভীক মুখোপাধ্যায় (সর্দার উধম)
সেরা গায়িকা- শ্রেয়া ঘোষাল
সেরা গায়ক- কালা ভৈরব
সেরা সংগীত পরিচালক- এমএম কিরাবাণী (আরআরআর)
সেরা স্টান্ট কোরিওগ্রাফ- কিং সোলেমন (আরআরআর)

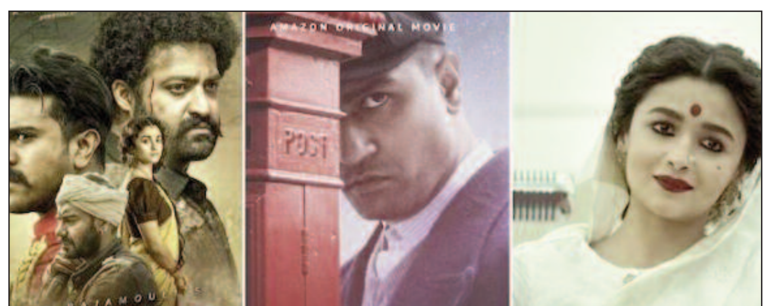

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 22/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8894 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Kumar Chakraborty ও Anil Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 21/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপর, হুগলী কোর্টে 12786 নং এফিডেভিট বলে Sk Samim Aktar ও Sk Shamim Akthar S/o. Sk Esha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 19/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন, কলকাতা কোর্টে এফিডেভিট হলে Rita Banerjee W/o. Monotosh Banerjee ও Rita Banerjee Mondal W/o. M. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত 03/09/21 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 173 নং এফিডেভিট বলে Somnath Singharoy S/o. Sital Chandra Singharoy ও Somenath Singh Roy S/o. S. Singh Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13008 নং এফিডেভিট বলে Dipa Routh S/o. Rama Routh ও Dipa Rout S/o. R. Rut সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 14/06/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9533 নং এফিডেভিট বলে Raj Kumar Paul S/o. Nemai Paul ও Raj Kr. Pal S/o. N. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12998 নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Pal S/o. Gopal Chandra Pal ও Tapan Pal S/o. G. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12642 নং এফিডেভিট বলে Anandamay Mukhopadhyay S/o. Jitendra Nath Mukhopadhyay ও Ananda Moy Mukherjee S/o. J. N. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 21/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12788 নং এফিডেভিট বলে Babul Chandra Saha S/o. Mintu Chandra Saha ও Bablu Chandra Saha S/o. M. C. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10592 নং এফিডেভিট বলে Md Imteyaj S/o. Abdul Jabbar ও Md Imtaj S/o. A Jabbar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12978 নং এফিডেভিট বলে Anup Ghosh ও Anup Kumar Ghosh S/o. Anil Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12977 নং এফিডেভিট বলে Sourabh Mukhopadhyay ও Saurabh Mukhopadhyay S/o. Swadhin Kumar Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 23/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12976 নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Patra ও Sanjay Patra S/o. Panchu Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Paschim Medinipore
Ref- Succession Certificate Case No. 23/2023
Smt. Rina Mandal ...Petitioner
VS
Smt. Pusparani Ghorai and others ...Opp. Parties

এতদ্বারা জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, সাকিন-মির্জ্জাবাজার, নিয়ার পালকো সার্ভিস সেন্টার, থানা ও পোষ্ট অফিস- মেদিনীপুর অধিবাসী সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করানো যায় যে, মৃত ব্যক্তি তপন ঘোড়াই, পিতা-ধীরেন্দ্রনাথ ঘোড়াই, সাকিন-মির্জ্জাবাজার, নিয়ার পালকো সার্ভিস সেন্টার, থানা ও পোষ্ট অফিস-মেদিনীপুর গত ইং ২১/১১/২০২২ তারিখ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত হওয়ায় তাঁর চাকুরী কালিন তপশীলে বর্ণীত settlement dues এবং L.I.C. Policy টাকা রেখে যাওয়ায় তাহা উদ্ধারের জন্য তাঁর কন্যা শ্রীমতী রীনা মন্ডল উক্ত টাকা উদ্ধারের জন্য মাননীয় District Delegate, Midnapore, Dist- Paschim Medinipore আদালতে Succession Certificate Case No. 23/2023 নম্বর মামলা উথ্থাপন করায় এবং উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে আগামী ০৮/০৯/২৩ তারিখ বেলা ১০.৩০ মিনিট স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনার অসাক্ষাতে মোকর্দ্দমা একতরফা মতে শুনানী হইয়া যাইবে।
অদ্য সন ২০২৩ সালের ০১/৮ তারিখ আমার স্বাক্ষর এবং আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

তপশীল সম্পত্তি
1. Amount of Rs. 1,00,000 on his LICI. Policy being Policy No. 401576303 2. Amount of Rs.18,00,000 on his Settlement due from his service.

তাং- ০১/০৮/২০২৩

নিবেদন ইতি
অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর

CHANGE OF NAME

I, **NILESH KUMAR PUJARA**, S/o - SRI KANTILAL PUJARA, R/o - 27, Kabir Road, Tollygunge, Circus Avenue, Kolkata - 700026. Hereby declares that **NILESH KUMAR PUJARA** and **NILESH PUJARA** are both same and one identical person vide Affidavit No. : 1684 Dated: 17.08.2023 and shall be known as NILESH KUMAR PUJARA for all the future purposes.

Change of Name

I, **MISTRY ZANKHANA CHETANKUMAR** W/o **CHETANKUMAR SURESHBHAI MISTRY** and D/o **BIPINBHAI LAKSHMANBHAI SARANG**, residing at Qtr. No.:NFA-024, IIT Campus, IIT Kharagpur, Dist.- West Medinipur, Pin-721302, W.B., have changed my name from **SARANG ZANKHANA BIPINBHAI** (Prior to my marriage), **MISTRY ZANKHANA** and **ZANKHANA C MISTRY** to **MISTRY ZANKHANA CHETANKUMAR** (after married) for all purpose by affidavit No.: N/05 dated 22/08/2023 before the Notary public at Kharagpur. That **SARANG ZANKHANA BIPINBHAI**, **MISTRY ZANKHANA**, **ZANKHANA C MISTRY** AND **MISTRY ZANKHANA CHETANKUMAR** is the one, same identical person, i.e. myself & henceforth my actual/corrected name with surname is **MISTRY ZANKHANA CHETANKUMAR** for all purpose.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. 7th Addl. District Judge, Paschim Medinipur
Ref: Mat Suit Case No. 721/2022

Subrata Mitra
S/O- Shri Dulal Chandra Mitra of 443/2, D.H.M.S. Collage Road, Koushallya, Kharagpur, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur.
..... Petitioner
= VS =
Smt. Paramita Mitra
W/O- Subrata Mitra,
D/O- Late Sasanka Sekhar Ghosh Residing at house behind Atul Moni High School, Near Durga Mandir, at Malancha, P. O.- Kharagpur, P.S.-Kharagpur (L), Dist- Paschim Medinipur.
...Respondent

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী সুব্রত মিত্র, প্রতিপক্ষ পারমিতা মিত্রর বিরুদ্ধে U/S-13 of H.M.Act ডির্ভোস এর প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপনি contest করিতে চান তাহলে আগামী ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর দ্বারা উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
শ্রী দুর্গা কিসকু
বেঞ্চ ক্লার্ক
সপ্তম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ শে আগস্ট, ৭ ই ভাদ্র। শুক্র বার। নবমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি জোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ির কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে-পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে রাজ্যকে ১৬০০ কোটি টাকা পাঠাল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামীণ উন্নয়নের খাতে এবার রাজ্য সরকারকে ১৬০০ কোটি টাকা পাঠাল কেন্দ্র। এক বছরের মধ্যে মোট টাকার ৬০ শতাংশ খরচ করতে পারলে বরাদ্দের বাকি টাকা মিলবে বলে আশ্বাসও মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকা আটকে রেখেছে গত দু'বছর ধরে। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা এবং সড়ক যোজনা খাতে এখনও প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা। এই টাকা চেয়ে আগামী ২ অক্টোবর দিল্লিতে দরবার করার কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের।

২১ জুলাই এর মঞ্চ থেকে এই কর্মসূচি ঘোষণা করে করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। দিল্লিতে ওই অভিযানে ১০ লক্ষ লোক হবে বলেও অভিষেকের দাবি। সেই অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও হাজির থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এই চাপের কাছে মাথা নুইয়ে অবশেষে রাজ্যের কিছুটা টাকা মিটিয়ে দেওয়া হল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সরকারি সূত্রের খবর, গত ২২ অগস্ট প্রথম দফায় ৬৫১ কোটি টাকা এসেছে। বৃহস্পতিবার এল আরও ৯৯৬ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন প্রায় শেষের পথে। এই টাকায় দ্রুত পঞ্চায়েতের কাজকর্ম শুরু করা যাবে বলে আশাবাদী নবান্ন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজ্যের বিজেপি নেতারা দিল্লির কান ভাঙিয়ে ওই টাকা আটকানোর ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা রাজ্যের উন্নয়ন চান না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা টাকা আটকাইনি। পঞ্চায়েতে তৃণমূলের চুরি বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। কেন্দ্রীয়-রাজ্য এই বিরোধের আবহেই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন শেষ হওয়ার আগেই রাজ্য সরকার ১৬০০ কোটি টাকা পেয়ে গেল গ্রাম উন্নয়ন খাতে।

সাইকেল পিওর আগরবাতি, ধূপকাঠি প্রস্তুতিকারী এই ব্র্যান্ডের ৭৫ বর্ষ পূর্তির উপলক্ষে আয়োজন হয়েছিল বিশেষ অনুষ্ঠানের। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক ও সাইকেল পিওর আগরবাতির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্জুন রঙ্গা। ৭৫ বছর উপলক্ষে চারটি নতুন ধরনের ধূপকাঠি বাজারে আনল কোম্পানিটি।

মিজোরামে বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যুতে চলছে শাসক-বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মিজোরামে বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যুকে সামনে রেখে নতুন করে এক পরিযায়ী-তরজা শুরু শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে। বুধবার সকালে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে মিজোরামে। এক নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ ভেঙে অন্তত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্ঘটনায় ১৭ জনের প্রাণ গিয়েছে। এরপর বুধবার বিকালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'মিজোরামে রেল ব্রিজ করতে গিয়ে ৩৫ জন মানুষ মারা গেলেন। তার মধ্যে বাংলার ২৪ জন। তাঁদের বেশিরভাগই মালদহ জেলার।' যদিও এখনও মিজো-সরকারের তরফ থেকে সরকারিভাবে মোট মৃতের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়নি। তবে এ নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক তরজা চরমে ওঠে বৃহস্পতিবার সকালে।

আর লোসকভা নির্বাচনের আগেই এই ইস্যুকেই কাজে লাগাতে চাইছে গেরুয়া শিবির। এরপরই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই মালদহের বাসিন্দা। বাংলার কাজের সুযোগ কম থাকার কারণে এখানকার মানুষকে বাইরে কাজে যেতে হচ্ছে। মিডলম্যানদের মাধ্যমে ন্যূনতম পারিশ্রমিকে কাজে যান তাঁরা। বাড়ির কাছে কাজ দিতে পারে না বাংলার সরকার। আর সে কারণেই বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের।' প্রত্যুত্তরে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা সামনে আনেন ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র থেকে না দেওয়ার প্রসঙ্গ। তুলে ধরেন, কোভিডকালে গোটা দেশ পরিযায়ী শ্রমিকদের যে ভয়াবহ চিত্র দেখেছে সেই ছবি।

নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ, শিল্প মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'বিরোধী দলনেতা পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন। সেসব কথা অসত্য, অসম্পূর্ণ কথা। ২০২০ সালে কোভিডের সময় পায়ে হেঁটে শ্রমিকরা যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন ওনাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে বলেছিলেন, ওনাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যারা মনরেগার জন্য টাকা পাবে না। অনেক শ্রমিক কিন্তু এই মনরেগার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনারাই তো বাধ্য করছেন ওনাদের পরিযায়ী হওয়ার জন্য। ২০২১ সাল থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ।' একইসঙ্গে বিরোধী দলনেতার কাছে শশী পাঁজা প্রশ্ন করেন, 'দেশের বহু রাজ্যের মানুষ এ দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। কর্মসংস্থান খুঁজতে দেশ ছাড়ছেন তাঁরা। এর উত্তর কি বিরোধী দলনেতার কাছে আছে?'

এদিকেএদিন বিধানসভার অন্দরেও মিজোরামের ঘটনাকে সামনে রেখে উত্তাল হয় অধিবেশন। অধিবেশনের উল্লেখ পর্বে বিজেপির হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মু এ বিষয় উত্থাপন করেন, 'মালদহের ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক মিজোরামে মারা গিয়েছেন। এটা দুঃখের বিষয়। আমাদের রাজ্যের এক একটা গ্রাম থেকে ২০০-৩০০ মানুষ কাজে যাচ্ছেন অন্য রাজ্যে। কাজ না পেয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আর এই ঘটনা ঘটছে। এটা দুঃখজনক। পরিবার চালানোর জন্য আমাদের ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে। ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ ভিনরাজ্যে আছেন। এখানে কোনও কারখানা নেই। যারা শহিদ হলেন, তাঁদের অনুদান দেওয়া হোক।'

পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে হোম স্টে গুলোকে উৎসাহিত করছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর্যটনের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার হোম-স্টে গুলিকে উৎসাহিত করছে। এজন্য নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি সহায়তা নিয়ে যারা হোম স্টে তৈরি করছেন তাদের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। নাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানিয়েছেন। বিধানসভার পর্যটন দপ্তরের প্রশ্নত্তর পর্বে বিজেপির শঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তোলেন হোম স্টে-র অর্থ সেখানকার মানুষের সংস্কৃতি সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থে বাইরে থেকে গিয়ে যেভাবে হোম স্টে করা হচ্ছে তাতে হোম স্টে-র সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। সংকুচিত হচ্ছে সহানীয়দের কর্মসংস্থান। উত্তরে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ২,৯৪৭টি হোম স্টে রয়েছে। সেখানে ১৭ হাজার ৯৭৬ জনের তে কর্মসংস্থান হয়েছে। যারা সরকারি সহায়তা নিয়ে হোম স্টে করছে তাঁদের একটা নিয়ম মানতে হবে। হোম স্টে-র বাইরে যথাযথ বোর্ড লাগাতে হবে। হোম স্টে-র নামে কোনো অনৈতিক বা বেআইনি কাজ হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পর্যটন মন্ত্রী বাবুল জানান, এবিষয়ে পর্যটন দপ্তরের ওয়েব সাইটে বিস্তারিত নীতি নির্দেশিকা দেওয়া আছে। হোম স্টে মালিকদের সেগুলো মেনে চলতে হবে।

এদিকে দেরি করে অধিবেশনে আসায় বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বিন্দ্যপাধ্যায়ের কাছে ধমক খান পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আজকের অধিবেশনে পর্যটন দপ্তরের প্রশ্ন ছিল। তা স্বত্বেও এদিন বেশ কিছুটা দেরি করে বিধানসভায় পৌঁছন পর্যটনমন্ত্রী। সভায় ঢোকার পর তাঁকে উদ্দেশ্য করে অধ্যক্ষ তাঁকে তিরস্কার করেন। পর্যটন নিয়ে প্রশ্ন জমা দিয়েছিলেন বিধায়ক কল্লোল খাঁ। তিনিও এদিন বিধানসভায় দেরি করে পৌঁছন। পরবর্তী সময় তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে তাঁকে ভবিষ্যতে দেরি করে না আসার বিষয়ে সতর্ক করেন অধ্যক্ষ।

একই সঙ্গে অধ্যক্ষ পর্যটন সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র তৈরি করার জন্য পর্যটনমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বিধানসভার অডিটরিয়ামে এধরণের তথ্যচিত্র দেখালে সব বিধায়করা অবগত হবেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে মধ্যবিত্ত পর্যটকদের হেনস্থার প্রসঙ্গ তুলে অধ্যক্ষ পর্যটন দপ্তরের কোনো অভিযোগ সেল আছে কিনা তা জানতে চান। তিনি বলেন, অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত পর্যটক ঘুড়তে গিয়ে হেনস্তা হন। তা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি আরো জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মধ্যবিত্ত যাতে হেনস্তা না হয়।

হালিশহরে ঝুলনের দিন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী রবিবার শুভ ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মিলন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমুর্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে শ্রীধর চক্রবর্তীর পরিচালনায় সারাদিনব্যাপী পূজাযজ্ঞ এবং নামযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে বলে সীতারামদাস মিলন মন্দিরের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন। সংস্থার প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডীস্বামী রামানুজ মহারাজ ধর্মসভায় পৌরহিত্য করবেন। তিনি সীতারামদাসজি প্রদত্ত নামকীর্তনের অংগ করতাল বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে সীতারমাজির অন্যতম প্রিয় শিষ্য প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন

মঙ্গলবার কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে একটি সংবর্ধনা সভায় সম্মাননা প্রদান করা হয় সাংসদ নাদিমুল হক, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবেক সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, সাংসদ সামিরুল ইসলাম, সাংসদ খলিলুর রহমান, কেএমসির এম এম আই সি আমিরুদ্দিন ববি, কাউন্সিলর ইকবল আহমেদ, সরকারি আইনজীবী খাজা জাভেদ ইউসুফ ও তালাই মাসুদ সিদ্দিকী এবং ইনস্টিটিউটের নেসার আহমেদ প্রমুখ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মামলা নিয়ে বিরক্ত প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে মামলার সংখ্যা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতি। সে সব মামলার শুনানি এখনও শেষ হয়নি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এর আগে বুধবার একসঙ্গে ২৬টি জনস্বার্থ মামলা শোনেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। এরপরই মামলার বহর দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আইনজীবীদের এরপরই ভর্ৎসনার সুরে বলেন, 'পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত কি আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের মামলা শুনব?' একইসঙ্গে এও বলেন, 'আইনজীবীদের মামলার যথেষ্ট প্রস্তুতি নেই। কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবী বাদে কেউই সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন না। আপনারা অন্তত কিছুটা তৈরি হয়ে তারপর আসুন।' একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং এনেই মামলা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে নির্বাচন বাতিল করুন অথবা নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করার নির্দেশ দিন। এতেই বিরক্ত প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম। এরপরই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মামলাগুলোই আদালত শুনবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৫ অগস্ট ২০২৩ ৭ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার

টেলিভিশন মানুষের মনের দরজা: মমতা ধনধান্যে স্টেডিয়ামে টেলি সম্মান প্রদান

তুলে নেওয়া হল কোভিডবিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোভিডবিধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। বৃহস্পতিবার ধনধান্যে স্টেডিয়ামে টেলি সম্মান প্রদানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেন। যদিও বাস্তবে কোভিড বিধি উঠে গিয়েছে বহুদিনই। তবে এবার আর সে সব মানার কোনও বালাই থাকল না।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন টেলিভিশন জগতকে কোভিড কালে প্রচুর কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। ওই সময় সাধারণ মানুষকে মনোরঞ্জন দেওয়ার জন্য তিনি টেলিভিশনের কলা কুশলীদের ধন্যবাদ জানান।

এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে 'টেলি আকাদেমি পুরস্কার' অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টেলিভিশন হল মানুষের মনের দরজা।' এ বারের অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে জুন মালিয়া এবং সাহেব চট্টোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, আর্টিস্ট ফোরামের সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, কার্যনির্বাহী সদস্য রানা মিত্র, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ টেলিভিশন প্রোডিউসার্স-এর তরফে নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত, অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়, ফেডারেশন অফ সিনে টেকিনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এবং যুগ্ম সম্পাদক সুজিত হাজরা । ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয় এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান । এ বার মোট ৪১ টি বিভাগে ৬৬ জনকে পুরস্কার দেওয়া হবে । এ ছাড়াও আজীবন স্বীকৃতি, মরণোত্তর স্বীকৃতি, পাদপ্রদীপের তলায় বিভাগেও অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এ বার।

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যে আপ্লুত সকলে, বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানালেন অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চন্দ্রযান ৩ এর সফল অবতরণ নিয়ে বিধানসভায় অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব আনলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যে বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাল হল বিধানসভার তরফে। সেখানে এই সাফল্যের জন্য দেশের বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানানো হয় । এদিন এই ধন্যবাদ প্রস্তাবে বিজেপির তরফে বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা এবং শাসকদলের তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ।

এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বের সূচনায় অধ্যক্ষ ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান অধ্যক্ষ। এরপর এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি শাসক এবং বিরোধী উভয়কেই অনুরোধ করেন। আলোচনায অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'গর্বের দিন প্রতিটি নাগরিকের । এই টিমের মধ্যে একুশ- বাইশ জন বাঙালি রয়েছেন। তবে আনন্দের মধ্যে পরিতাপের বিষয় হল শেষ কয়েক মিনিট ধরে উল্লেখ থাকবে

আমরা চন্দ্রযান অবতরণ দেখতে পেলাম না।' বিরোধী পক্ষের তরফে মনোজ টিগ্গা বলেন, 'দেশবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত । সাফল্যের সঙ্গেই পৌঁছেছে চন্দ্রযান-৩ ।' রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বিধানসভায় এই প্রস্তাব আলোচনার পর ইসরোর কাছে তা পাঠানো হবে বলে সভায় জানান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

র‍্যাগিং রুখতে হেল্পলাইন নম্বর দিয়ে পোস্টার এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: র‍্যাগিং রুখতে পদক্ষেপ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। আগেই হেল্পলাইন নম্বর চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই বৈঠকের মধ্যেই মমতা হঠাৎই অ্যান্টি র‍্যাগিং নম্বর ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর এবার যাদবপুর মেন হোস্টেলের বাইরে লালবাজারের তরফে লাগানো হল পোস্টার। শুধু যাদবপুর মেন হোস্টেল নয়, শহরের সব কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হোস্টেলের সামনে এই পোস্টার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। পরে পুলিশের তরফ থেকে সেই নম্বর প্রকাশও করা হয়। নম্বরটি হল ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮।২২ অগাস্ট থেকেই সেই নম্বর খুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, যে কোনও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের কোনও ঘটনা ঘটলে এই নম্বরে ফোন করতে হবে। ফোন পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলায় জেলায় যে অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি আছে, তাদেরকে বিষয়টি জানানো হবে। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়, যিনি অভিযোগ করবেন, তাঁর পরিচয়ও গোপন রাখা হবে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের তিন তলার বারান্দার নীচ থেকে উদ্ধার হয় প্রথম বর্ষের ছাত্রের দেহ। যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। এই মামলা বিচারাধীন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার আরও ৫ জনকে তলব করা হয়েছে। তার মধ্যে পোস্টার পড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভাঙড়ের জন্য দরকার বাড়তি ফোর্স

রাজ্য পুলিশে বদলি হওয়া ১০০ জনকে ফেরাচ্ছে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য পুলিশে বদলি হওয়া প্রায় ১০০ জন অফিসার ফিরছেন কলকাতা পুলিশে, এমনটাই খবর লালবাজার সূত্রে। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে কলকাতা পুলিশের প্রায় ৩০০-এর বেশি অফিসারকে রাজ্য পুলিশে বদলি করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রশাসনিক কারণে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল। এবার তাঁদের মধ্যে প্রায় ১০০ জনকে কলকাতা পুলিশেই ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, ভাঙড় ডিভিশন তৈরির হওয়ার কারণে ফোর্সের প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রায় ১০০ পুলিশ কর্মীকে কলকাতা পুলিশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। চলতি সপ্তাহেই, সরকারিভাবে কলকাতা পুলিশে যুক্ত হয় ভাঙড়। লালবাজারের নির্দেশিকায় জানানো হয়, কলকাতা পুলিশের দশম ডিভিশনটি হল ভাঙড় ডিভিশন। এর আওতায় থাকবে আটটি থানা। সেগুলি হল হাতিশালা, পোলেরহাট, উত্তর কাশীপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, মাধবপুর, চন্দনেশ্বর, বোদরা ও ভাঙড়।

এ ছাড়াও ওই ডিভিশনের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নতুন ভাঙড় ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হচ্ছে। ডিভিশনে দু'জন ডিসি পদমর্যাদার আওতায় থাকবেন চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। প্রত্যেক থানায় ওসি, অতিরিক্ত ওসি, দশজন সাব ইন্সপেক্টর, চারজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, দু'জন সার্জেন্ট, ১২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, তিন জন মহিলা এএসআই, ৮০ জন কনস্টেবল, ৩০ জন মহিলা কনস্টেবল, ১২ জন গাড়ি চালক থাকবে বলে সূত্রের দাবি। ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডে থাকবে একজন এসি, দু'জন ইন্সপেক্টর, ১৫ জন সার্জেন্ট, ১৫ জন এএসআই, ১০০ জন কনস্টেবল। আর এই আটটি থানার জন্য প্রয়োজন লোকবল। একাংশের মত সেই কারণেই চটজলদি ১০০ জনকে কলকাতা পুলিশেই ফিরিয়ে আনার কাজ শুরুর পাশাপাশি আগামী দিনে নতুন নিয়োগ হবে কলকাতা পুলিশে এমনটাও জানা যাচ্ছে।

রাখিবন্ধনে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে হবে 'অবিচ্ছিন্ন বাঁধন' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সপ্তাহে রাখিবন্ধন উৎসব। রাজ্য জুড়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করবে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে রাখিবন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন, তার মূল সুরই ছিল সৌভ্রাতৃত্বের। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সেই সৌভ্রাতৃত্বকে উদযাপন করতে চলেছে বাড়ির মেয়ে, বউদের হাতে রাখি পরিয়ে। সেদিন জেলায় জেলায় রাখিবন্ধন উৎসব পালন করবেন তৃণমূলের মহিলা সদস্যরা। আর এই বন্ধনে আবদ্ধ করবেন মেয়েদেরই। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'অবিচ্ছিন্ন বাঁধন'। প্রায় ৫০ হাজার মেয়েকে রাখি পরানো হতে পারে সেদিন। এই কর্মসূচির ট্যাগলাইন, 'অবিচ্ছিন্ন বাঁধন, রাখিবন্ধন হোক আরও শক্তিশালী'। পাশাপাশি আগামী ২৬ অগস্ট সল্টলেকের করুণাময়ীতে প্রতিবাদ সভা হবে মহিলা তৃণমূলের তরফে। মণিপুর নিয়ে প্রতিবাদ সভা করবে তারা। থাকবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য , কৃষ্ণা চক্রবর্তীরা।

এই রাখিবন্ধনকে সামনে রেখে বিজেপিও ময়দানে থাকবে দিনভর। সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান বাংলায় এসেছিলেন। দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন, রাখিবন্ধন উৎসবকে বড় করে পালনের বার্তা দেন। এই উৎসবকে সামনে রেখে জনসংযোগে জোর দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাটাগড় অপূর্বনগরে। মৃতের নাম সৌরভ দেওয়ারী (২২)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরের দিকে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে বুকে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন ওই যুবক। তৎক্ষনাৎ তাঁকে চিকিৎসার জন্য কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাল আছেন সুজয়কৃষ্ণ, খাচ্ছেন ওষুধ, খাবারও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাইপাস অপারেশনের পর এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই বেঁকে বসেছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ওষুধ, খাবার কোনওটাই খেতে চাইছিলেন না তিনি। চিকিৎসকেরা বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। বুকে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে যেন অনশন শুরু করেছিলেন তিনি। তবে সে অনশন কয়েক ঘণ্টার। তবে হাসাপতালের তরফ থেকে স্বস্তির খবর, বুধবার বিকেল থেকে ওষুধ, খাবার সবই খাচ্ছেন তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সুজয়কৃষ্ণের শরীরেও তেমন কোনও সমস্যা নেই। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বেসরকারি হাসপাতালে সুজয়কৃষ্ণের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। অপারেশন হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে সেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। পরে ফের বুকে ব্যথা হওয়ায় এসএসকেএম-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসএসকেএম সূত্রে খবর, সুজয়কৃষ্ণের যে বাইপাস সার্জারি হয়েছিল তার সেলাই কেটে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সবরকমের শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। ইসিজি, ইকো কার্ডিওগ্রাফি ও টিওপিটি পরীক্ষা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সবকটি পরীক্ষাতেই রিপোর্ট ভাল এসেছে। রক্তে কিছু সংক্রমণ ধরা পড়েছে তবে তা অস্ত্রোপচারের পরে হয়ে থাকে বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। উদ্বেগের তেমন কোনও কারণ নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে কবে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে, তা জানা যায়নি।

এদিকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এক সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালানোর পর ইডি-র তরফ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়, যেখানে সুজয়কৃষ্ণকে ওই সংস্থার চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও।

হবে সেফটি পরীক্ষা, শনিবার বন্ধ থাকবে শিয়ালদা-সেক্টর ফাইভ মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হবে 'ইন্টিগ্রেটেড সেফ্ টি টেস্ট'। তার জেরেই আগামী শনিবার বন্ধ থাকবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা। ২৬ অগস্ট শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের মধ্যে কোনও মেট্রো চলবে না। বৃহস্পতিবার কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহের মধ্যে 'ইন্টিগ্রেটেড সেফ্ টি টেস্ট' করা হবে। সেই কারণে শনিবার ওই শাখায় মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। শনিবার যদিও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ছুটি থাকে। তবে কম সময়ে সল্টলেক যাওয়ার জন্য অনেকেরই ভরসা এই মেট্রো। পাশাপাশি, ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোয় হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যে অংশ নির্মীয়মাণ, সেখানেও ইন্টিগ্রেটেড সেফটি টেস্টের কাজ হবে। ইন্টিগ্রেটেড সেফ্ টি টেস্ট হার্ডঅয়্যার ও সফট্ অয়্যার সংক্রান্ত একটি কারিগরি প্রক্রিয়া। সল্টলেকে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় বহু মানুষ কাজ করেন।

মিল খোলার কোনও সম্ভবনা না থাকায় হতাশ অন্নপূর্ণা মিলের শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সামনেই পুজোর মরসুম। অথচ আর্থিক ক্ষতির অজুহাত দেখিয়ে আচমকা মিলের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কসের নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে শ্যামনগরের অন্নপূর্ণা কটন মিল কর্তৃপক্ষ। নোটিসে উল্লেখ, ১৪ অগস্ট থেকে মিলে উৎপাদন বন্ধ থাকবে। ইতিহাস বলছে, একদা শিল্পাঞ্চলের বুকে যথেষ্ট কদর শিল্প অন্নপূর্ণা কটন মিলের। কিন্তু দিন যতই গড়িয়েছে, ততই বয়সের ভারে কাবু হয়ে গিয়েছে সুতো তৈরির মিলটি। এখানে বর্তমানে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো জন শ্রমিক কাজ করেন। পুজোর প্রাক্কালে মিল বন্ধে বিপাকে পড়েছেন শ্রমিকরা। যদিও এখানকার শ্রমিকরা মিল খোলার কোনও সম্ভবনা দেখছেন না। কারণ, মিলের ভেতরে মজুত থাকা সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। পুরানো মেশিনপত্রও বিক্রি হয়ে গেছে। শ্রমিকরা আশঙ্কা করছেন, মিল ফাঁকা করে বন্ধ রাখার ফন্দি এঁটেছে মালিক পক্ষ। মিলের ওয়াইন্ডিং বিভাগের শ্রমিক কৃষ্ণপদ গুহের ধারণা, বন্ধ মিলের জমিতে আগামীদিনে প্রমোটিং গ্রাসে আবাসন গড়ে উঠতে পারে। যদিও সাময়িক বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ নানাবিধ সমস্যা তুলে ধরেছেন। কর্তৃপক্ষের দাবি, দিনের পর দিন আর্থিক ক্ষতির কারনে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ক্ষতির মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৫৪ লক্ষ টাকায়। আর্থিক ক্ষতি-সহ নোটিশে উল্লেখ, উৎপাদনের ঘাটতির পাশাপাশি শ্রমিকদের নিয়মিত অনুপস্থিতি। বাজারে সুতোর চাহিদা কমে যাওয়া। যন্ত্রপাতি পুরানো হয়ে গিয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতির।

হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি পাওয়ার পরও বিরোধিতা এসএসসি-র, ধাক্কা ডিভিশন বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রিয়ঙ্কা সাউ-এর চাকরি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খেল এসএসসি। বহাল রইল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়োগের নির্দেশ। ফলে চাকরি হারাতে হচ্ছে না প্রিয়াঙ্কা সাউকে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাকরি পেয়েছিলেন প্রিয়ঙ্কা সাউ। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রিয়ঙ্কাকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অভিযোগ, যোগ্যতা ও নম্বর বেশি থাকা সত্ত্বেও প্রিয়ঙ্কা চাকরি পাননি। কিন্তু তাঁর নিয়োগের পরেও চাকরির বিরোধিতা করে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সেই মামলায় এ বার ধাক্কা খেল এসএসসি। তাদের আবেদন খারিজ করে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রিয়াঙ্কাকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে এসএসসি সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। তাদের বক্তব্য ছিল, ক্যাটেগরিভিত্তিক বিস্তারিত মেধাতালিকা যাচাই করে দেখা গিয়েছে, প্রিয়ঙ্কার চাকরির সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলাটিতে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ আগেই মেনে নিয়েছিল কমিশন। সেই অনুযায়ী প্রিয়াঙ্কা চাকরিও পেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে কমিশনের আবেদন কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি ডিভিশন বেঞ্চ।একইসঙ্গে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, পুরুষ এবং মহিলাভিত্তিক মেধাতালিকা বিচার করলে প্রিয়াঙ্কার চাকরি পাওয়ায় কোনও ভুল নেই। তাই তাঁর চাকরি বহাল থাকছে।

আদালতকক্ষে এসএসসির তরফে জানানো হয় যে, ওই প্রার্থীকে মহিলা বিভাগে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। সেই পর্বে বাদ যান প্রিয়ঙ্কা। কিন্তু বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কমিশনকে তিনি এ-ও বলেছিলেন, তিনটি স্কুলের বিকল্প থেকে প্রিয়াঙ্কাকে পছন্দমতো স্কুল বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ওই বছরেই নির্দেশ কার্যকর করেছিল এসএসসি।

সম্পাদকীয়

সিভিসি রিপোর্ট: কেন সকলে চুপ

মোদি সরকারের চোখের সামনে এত বড় 'স্ক্যাম' ঘটে যাওয়া নিয়ে, ২০১৮ সালের মার্চে কংগ্রেস মুখপাত্র রাজদীপ সুরজেওয়ালা এক সাংবাদিক বৈঠকে কটাক্ষ করেন, 'খাউঙ্গা অউর খানে দুঙ্গা, অউর প্যাক করকে লে জানে দুঙ্গা'। সর্বংসহা দেশের মানুষ অবশ্য তারপরও নরেন্দ্র মোদিকে দিল্লির তখতে ফিরিয়ে এনেছে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিলেন, মোদি সরকারকে শুধরে নেওয়ার একটা সুযোগ দিল মানুষ। দেশবাসীর এই ঔদার্যকে সরকার নিশ্চয় সম্মান করবে আগামী পাঁচ বছরে। কিন্তু দেশবাসীর প্রত্যাশার কতটুকু পূরণ হল? বিরোধী দল ও নেতাদের কথা আপাতত উহ্য রাখা যায়। কিন্তু দুটি শীর্ষ সাংবিধানিক সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি বা ক্যাগ) এবং সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের (সিভিসি) বক্তব্য অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। মোদি সরকারের ন'বছরের জমানায় সরকারি কোষাগারের ব্যবহার নিয়ে, সম্প্রতি সিএজি সংসদে যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তা অত্যন্ত হতাশাজনক। সেখানে একাধিক ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকার বেনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত হয়েছে। সরকারি কাজের খতিয়ানের 'ভুল ব্যাখ্যা' হচ্ছে বলে পিঠ বাঁচাতে মরিয়া সরকার। কিন্তু বিরোধীরা আর ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। সেই ঘায়ে সামান্য মলম পড়ার আগেই, মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে সিভিসি। মোট ১৬টি মন্ত্রকের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলেছে তারা। এই অস্বস্তিকর তালিকার শীর্ষে রাখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ডানহাত বলে পরিচিত অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। তারপরেই স্থান করে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় অপর এক মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের রেল মন্ত্রক। একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধেও রয়েছে আট হাজারের বেশি অভিযোগ। বিশেষত, এই তিন মন্ত্রকের বহু কর্মী-অফিসারের অপকর্ম নিয়ে, মাত্র একবছরেই পাহাড়প্রমাণ নালিশ জমা পড়েছে সিভিসিতে। সিভিসির বার্ষিক রিপোর্টে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে; কয়লা ও বস্ত্র মন্ত্রক এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন, দিল্লি জেল বোর্ড, দিল্লি ট্রান্সকো লিমিটেড, ভারত সঞ্চার নিগম, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, সিভিসির রিপোর্ট মেনে সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। বরং একাধিক ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ অগ্রাহ্যই করা হয়েছে এবং অভিযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুলিয়েও রাখা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। সামনে এসেছে অনেক অভিযুক্ত অফিসারকে অবসর গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার মতো অন্যায়। সংগত কারণেই, 'খাউঙ্গা অউর খানে দুঙ্গা'-র মতো কটাক্ষে ফের বিদ্ধ 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর সরকার। একটি শিশুও জানে, এই কটাক্ষের আসল লক্ষ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী। এরপর সরকারের ভাবমূর্তি ধুলোয় মিশে যেতে আর কী বাকি থাকে?

জন্মদিন

আজকের দিন

বিজয়েতা পণ্ডিত

১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয়কান্তের জন্মদিন।
১৯৬০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজীব কাপুরের জন্মদিন।
১৯৬৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিজয়েতা পণ্ডিতের জন্মদিন।

জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০নং ধারা ফিরিয়ে আনতে সুপ্রিম কোর্টে মরিয়া প্রয়াস

আনন্দ মোহন দাস

এক সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য মহারাজা হরি সিং এর শাসনাধীন ছিল। স্বাধীনোত্তর কালে প্রথম দিকে কিছু রাজ্য ভারতীয় গণপরিষদে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে নিজেরা স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে রাজত্ব করতে চাইল। সেই রাজ্যগুলি হলো হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, গোয়া, পন্ডিচেরী এবং জম্মু কাশ্মীর। তার ফলে কয়েকটি রাজ্য ভারতভুক্তির ব্যাপারে টালবাহানা করতে লাগলো।তার মধ্যে অন্যতম রাজ্য হলো জম্মু ও কাশ্মীর।

জম্মু কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য হলেও মহারাজা হরি সিং নামে এক হিন্দু রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। তিনিও ভারতীয় গণপরিষদে যুক্ত না হওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে দেরি করতে লাগলেন। সেই সুযোগে পাকিস্তানি সৈন্যরা সীমান্ত পেরিয়ে শ্রীনগর শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তখন রাজা হরি সিং অনন্যউপায় হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান রুখতে স্বাধীন রাজার স্বপ্ন পরিত্যাগ করে ভারতীয় গণপরিষদে যুক্ত হতে ২৬ শে অক্টোবর,১৯৪৭ সালে তড়িঘড়ি একটি চুক্তি সাক্ষর করলেন। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে রাজা হরি সিং চিঠিতে পাকিস্তানের যুদ্ধ বিমান কাশ্মীরের আকাশে ঘোরাফেরা করে দখল নেবার কথা জানালেন। তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনী রওনা দিয়ে পাক সেনাদের রুখে দিল। রাষ্ট সংঘের নির্দেশে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হল। কিন্তু ভারতের প্রায় ৮৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা পাকিস্তানের দখলে রয়ে গেল। যাকে আমরা আজ পাক অধিকৃত কাশ্মীর (POK) বলে থাকি। যাইহোক, সেই চুক্তির ফলে জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধানের ৩৭০নং ধারা অনুযায়ী ভারতের অন্য রাজ্যের চেয়ে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হল। এই ধারা অনুসারে কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক পতাকা, অভ্যন্তরীন প্রসাশনিক স্বায়ত্বশাসন এবং রাজ্যের জন্য আলাদা সংবিধানের ব্যবস্থা হল। ভারতভুক্তির চুক্তিতে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বিদেশ দপ্তরের পূর্ণ ভার ভারত সরকারের হাতে সমর্পণ করা হল। ১৭ই নভেম্বর,১৯৫২ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত হল। সংবিধানের ৩৭০ নং ধারায় বিশেষ মর্যাদা দিয়ে জম্মু কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করা হল। সেজন্য ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক দেশ, এক প্রধান, এক বিধান ও এক নিশানের দাবিতে আন্দোলন করে জম্মু কাশ্মীরে নিজের প্রান দিয়েছিলেন। সংবিধান বলে,Article 370 was drafted in Part XXI of the Indian constitution titled "Temporary–Transitional and Special Provisions".

সুতরাং ৩৭০ নং ধারা যে অস্থায়ী ও সাময়িক তা পরিস্কারভাবে সংবিধানে উল্লেখিত রয়েছে। সেই অস্থায়ী ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক কিছু ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলার মাধ্যমে মরিয়া প্রয়াস করে যাচ্ছেন এবং সংসদের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত কে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছেন।গত কয়েকদিন যাবৎ সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে পাঁচ জনের সাংবিধানিক বেঞ্চে শুনানি চলছে এবং অবশ্যই মামলার রায়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মহামান্য আদালত যথার্থভাবে প্রশ্ন তুলেছেন যে কিভাবে অস্থায়ী ব্যবস্থাকে (৩৭০ ধারা) স্থায়ী করা যায়? যারা ৩৭০নং ধারা বজায় রাখার সপক্ষে তাদের বক্তব্য হল, একমাত্র জম্মু কাশ্মীর গণপরিষদই নাকি এই ধারা বাতিলের সুপারিশ করতে পারে। ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট সংসদের মাধ্যমে তা বাতিল করতে পারে না। সেজন্য যাচিকা কর্তা ৩৭০ নং ধারা বাতিল একতরফা ও সংবিধান বহির্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ঘটনা হল জম্মু কাশ্মীরের গণপরিষদের (কনস্টিটিউন্ট আসেম্বলি) অস্তিত্ব ১৯৫৭ সালে শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং ১৯৫৭ সালের পর সেই পরিষদের অস্তিত্ব না থাকায় তার সুপারিশের প্রসঙ্গটি যুক্তিসঙ্গত নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আবেদনকারীর উকিল দাবি করেছেন গণপরিষদ না থাকায় ৩৭০নং ধারা বাতিল করা কোন ভাবেই নাকি সম্ভব নয়। বিচারপতিগন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন,তাহলে কি জম্মু কাশ্মীরের জনগণ চাইলেও সম্ভব নয়? শুনানিতে আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলতেই থাকবে। ততদিন আমাদের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক বিভাগ ছাড়া জম্মু কাশ্মীরের সংবিধান ৫৪ বার সংশোধন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৫২ বার কংগ্রেস সরকার সংশোধন করেছে। দুই দশক পর ২০১৭ ও ২০১৯ সালে এনডিএ তথা বিজেপি সরকার মাত্র দুটি আইনের ধারা সংশোধন করেছে। ২০১৭ সালে জম্মু কাশ্মীরের জিএসটি সংক্রান্ত আইন এবং ২০১৯ সালে ৩৭০নং ধারা বাতিল করেছে। সেক্ষেত্রে ঐধরনের সুপারিশের প্রসঙ্গ ওঠে নি। সুতরাং বিষয়টি নতুন কিছু নয় এবং সংবিধান বিরোধীও নয়। আর্টিকেল ৩৭০(৩) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই ধারা বাতিলের জন্য আদেশ জারি করতে পারেন বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ১৯৪৭ সালে জম্মু কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সংবিধানে উল্লেখিত রয়েছে 'Itós a fact that the acceptance of sovereignty with Union of India was not limited purpose–instead– for all purposes and acceptance of sovereignty was complete.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ৫ই আগষ্ট নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএর সরকার জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ৩৭০ নং ধারাটি সংসদের উভয় সভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাতিল করেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের সুবিধার্থে লাদাখ ও জম্মু কাশ্মীর দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে ভাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে ভারতীয় গণপরিষদে জম্মু কাশ্মীর কে যুক্ত করতে তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী সাময়িকভাবে ৩৭০ নং ধারা সংযুক্তি করন ঘটেছিল। তার অর্থ এই নয় যে চিরকাল কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া সত্বেও এই ধারার প্রেক্ষিতে কাশ্মীরকে অন্যান্য অঙ্গ রাজ্য থেকে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দিক থেকে পৃথক রাখা। সেজন্য সঙ্গত কারণে সংসদের উভয় কক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পাস হয়েছে। এই ধারাটি বাতিল করার ফলে লাদাখ ও জম্মু কাশ্মীরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অনুকূল প্রভাব পড়েছে।

১) কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা আরো দৃঢ় হয়েছে। সেজন্য পাকিস্তান ৩৭০ নং ধারা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।
২) কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত আইন অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানে একইভাবে প্রয়োগ হতে পারবে।
৩) রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে মদত করতে উন্নয়ন মূলক কাজে বেশী করে নজর দিতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্প রুপায়নে কোন বাধা থাকবে না।
৪) উগ্রপন্থী হামলা দমনে বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনভাবে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে।
৫) কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জন্য পঞ্চায়েতিরাজ কায়েম হবে এবং কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দারা বেশি করে উন্নয়নের কাজে সামিল হতে পারবে। কিছুদিন পূর্বে লাদাখ ও জম্মু কাশ্মীরে পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং জনগণ স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় ভাগীদার হয়েছে। স্থানীয়স্তরে আভ্যন্তরীন গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
৬) কাশ্মীরের জনগণ ভারতের মূল ধারার সাথে আরও বেশি করে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে।
৭) উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে।
৮) এই ধারা বাতিলের ফলে কাশ্মীরের দুই পরিবারের দীর্ঘ শাসনব্যবস্থা নির্মূল হয়েছে।
৯) কাশ্মীরে উগ্রপন্থী হামলা প্রায় নেই বললেই চলে এবং পাথর ছোঁড়ার ঘটনাও একেবারেই শেষ হয়েছে।
১০) এই সংশোধনীর ফলে কাশ্মীরের জনগণ কেন্দ্রীয় আইনের সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়েছেন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন বিগত চার বছরে জম্মু কাশ্মীরে কোনরকম পথহিংসা, হরতাল হয়নি। উগ্রপন্থী হামলা প্রায় নেই বললেই হয়। স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে উন্নয়নের সুফলও মানুষের কাছে পৌঁছাতে আরম্ভ করেছে। আবার ৩৭০ নং ধারা ফিরিয়ে এনে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং কাশ্মীরকে পিছনে নিয়ে যাবার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করি।

নীতি-দুর্নীতির তুমি, আমি এবং আমরা

গোপাল কৃষ্ণ নাইয়া

দুর্নীতি শব্দটির সাথে আজ ভারতবর্ষের প্রায় সব লোক পরিচিত। তবে 'যাহা নীতির বিপরীতে তাহাই যে দুর্নীতি' এমন সহজ সরল সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা সবসময় যে সঠিক, তা নয়। তা হলে নীতিটিকে সঠিক প্রমানিত হতে হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় প্রায় ত্রিশ বছরে ৬০,০০০ কোটি টাকার মালিক হন আর তা যদি কোনো আবিস্কার বা মেধার মূল্য না হয়, তবে তার পারিবারিক বা ব্যবসায়িক আয়ের নৈতিকতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে হয় বৈকি ! এক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় সে কর দিলে ও তা শোষন কিনা বা সম্পদের ঐকিক আত্মীয়করণ বা অন্যকে বঞ্চনা করা কি না — তা ভাববার বিষয় হলে ও জোর দিয়ে তাকে অনৈতিক বলতে পারি না। এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি তাকে দুর্নীতির কৃষ্ণ গহবরের টানের বাইরে রেখেই, তার শিল্পপতি অবস্থানের সঠিক ব্যখ্যা দেয়। আবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেউ যদি মনোপলি করেন এবং বাজারে স্বাভাবিক লাভের থেকে অত্যাধিক বেশি মূল্যে তা বিক্রি করে অস্বাভাবিকভাবে অধিক অর্থ উপার্জন করেন তা যে অন্যায় বা দুর্নীতি তা প্রমান করা বেশ শক্ত। চাহিদা ও যোগানের নিয়মে তা যতটা নৈতিক, মূল্যবোধের বিচারে তা ততটাই অনৈতিক হতে পারে । আবার বাজার নিয়মে তা নও হতে পারে। কারন সঠিক উৎপাদন ব্যয়জনিত মূল্য, নিয়ন্ত্রকের নির্ধারিত বাজারমূল্য অধিক আয়ের সমতুল এবং তা দেয় কর ভারে একটি মুক্ত নৈতিক আয়। আর অন্তত তা নিয়ে অনৈতিকতার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

যদি আমরা আলোচনার সুবিধার্থে দুর্নীতি কে সামাজিক, অর্থনৈতিক এই দুটি ভাগে ভাগ করি, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, মানুষের আচরন আবেগ (Emotion) বা বুদ্ধিবৃত্তি (Rationality) দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহলে হয়তো দেখা যাবে মানুষের দৈনন্দিন কাজগুলো এই দুয়ের কোনো একটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রায়শ দেখা যায় Morality (যা একটি নৈতিক আবেগ) ও Rationality-র (বুদ্ধি বৃত্তি) লড়াইয়ে Rationality প্রায়শঃ জয়ী হয়। প্রায়শঃ বলছি এই জন্য যে নিঃস্পৃহ মানুষদের ভাবনাকে আমরা সরলীকরন বা সাধারন ভাবনায় একীকরন করতে পারি না।

মনে করুন এক ব্যক্তি কোনো কাজ নিয়ে সরকারি অফিসে গেলেন। প্রথম দিনেই এক চতুর্থশ্রেনীর কর্মচারী তাকে বললো - 'স্যার, যদি পঞ্চাশ টাকা খরচ করেন, তবে আজই হয়ে যাবে।' নৈতিক বলে বলীয়ান লোকটির শত চেষ্টা সত্ত্বে ও তৃতীয় দিনেও তার কাজটি হলো না। ততদিনে হোটেল, যাতায়াত নিয়ে তার প্রায় ১০০০ টাকা খরচ হয়ে গেছে। হয়েছে তার তিন দিন অফিস কামাইও। ঠিক তখনই সে তার নৈতিকতাকে ধিক্কার জানালো তার বুদ্ধি, যে কেন ৫০ টাকা দিয়ে সে কাজটি করিয়ে নেয় নি। আর সে সেদিনই ৫০ টাকা দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করে ঘরে ফিরলো। এখানে তার হয়রানি আর অবস্থান তাকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে। আর এখানেই একটি দুর্নীতির জন্ম হলো, নৈতিকতার পরাজয় হল বাস্তব বুদ্ধির কাছে। এখানেই বুদ্ধিমত্তার জয় নৈতিকতাকে হারিয়ে। অবশ্য একে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কারন নেই। না খেয়ে মারা গেলে ও চুরি বা ডাকাতি করেন নি, এমন উদাহরনের ও অভাব নেই। তবে নীতি-দুর্নীতির আলোচনায় মনস্তত্ত্বকে নিয়ে এসে বিভিন্ন ভাবনায় না গিয়ে আমরা বরং সরল ভাবে এগোতে পারি।

উপরোক্ত বিষয় নিয়ে এখন আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে পরিচালন ব্যবস্থায় গলদ থাকলেই এমনটি সম্ভব। যদি ধরে নিই ব্যবস্থার মধ্যেই দুর্নীতির মূল প্রোথিত আছে তাহলে ব্যবস্থা বাছতে দেশ উজাড় হয়ে যাবে আর দেশ বাছতে একটি ও দুর্নীতিমুক্ত বিশ্ব, মহাজগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর ব্যবস্থাকে যখন দুর্নীতিগ্রস্থ বলা যাবে না তখন তার ফল ও দুর্নীতি হতে পারে না, এই সহজ সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেই যে দুর্নীতির অন্ত হবে এমন কথাটি ও জোর করে বলা যায় না। কারন গৃহস্থ যেমন চুরি রুখবার নানা উপায় খুঁজতে থাকে, তেমনি চোর ও চুরির নূতন উপায় বের করে। তাই দুর্নীতিকে রোখার চেষ্টা করলে ও অনেকাংশে তা সফল হয় নি। আমার এক বন্ধু এক দুর্নীতির কথা বলেছিলেন, যা নাকি তার কাছে মোড়ক দুর্নীতি (Covered Corruption) যা নাকি রাজনৈতিক,ধার্মিক ও সামাজিক মোড়কে এমন মোড়া থাকে যে কোনো নৈতিকতা তাকে ছুঁতে পারে না। কোনো মূল্যবোধ ও তার পা মাড়ায় না এবং চতুর ব্যবস্থাপনায় তা চলতে থাকে।

প্রায়শঃ দেখা যায় এক দেশে যা অনৈতিক কাজ , অন্য দেশে সেটি আইনত স্বীকৃত। ক্রিকেট বেটিং আমাদের দেশে একটি অনৈতিক কাজ কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রদেশে তা আইনতঃ স্বীকৃত। তাহলে আমরা বলতে পারি নৈতিকতা একটি স্বীকৃত বিষয় বা ব্যবস্থার উৎপাদিত নীতি যা অধিকাংশ জনগণ মেনে চলেন। সামাজিক ভাবে সতীদাহ, সহমরন, ইত্যাদি প্রথা ও নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল। অন্ততঃ তাকে শাস্ত্রীয় বিধানে অনৈতিক বলা ও হয় নি, যতদিন না সে সংক্রান্ত আইন প্রনয়ন হয়েছে। অথবা নবজাগরিত মানুষরা যুক্তি দিয়ে তাকে ভুল প্রমানিত করেছেন। তাহলে হয়তো আমরা বলতে পারি, নৈতিকতা কোনো চিরকালীন সত্য নয়- একটি আপেক্ষিক বিষয়। যা ভুল ধারনায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঠিক ধারনায় পরিবর্তিত হয়।

ঘুষ সম্ভবতঃ অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ দুর্নীতি। ঘুষ হলো দুর্নীতিগ্রস্থ অনুরোধের গ্রহনযোগ্যতা বা কোনো পদক্ষেপের বিনিময় মূল্যের গোপন হস্তান্তর। তা একটি স্বার্থ সমন্বিত একটি দেনা পাওনার হস্তান্তর। তুমি আমাকে ঘুষ দাও, আমি তোমাকে ওটা পাইয়ে দেব। অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ের মধ্যজনের কমিশনকে ঘুষ বলে প্রমান করা যায় না ,যদি তার দেশে তা স্বীকৃত বিষয় বলে গন্য হয়। উপঢৌকন বা উপহার, ঘুষ বা স্বার্থ সহায়ক কিনা তা ও তা ও প্রমান করা বেশ শক্ত। সেটাকে তো আমরা সাম্মানিক বা শিষ্টাচারই মনে করি। তার আড়ালে কোনো রাষ্ট্র যদি কাউকে খুশি ক'রে দেশের জন্য কিছু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা ও করে তাকে কোনো মতেই তা সুবিধার বিনময় মুল্য বলা যায় না।

আর্থিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রায়শই পরিবর্তিত ব্যবস্থার পাশে পাশেই একটি সমান্তরাল অনৈতিক ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে দামে কিনবো, লাভ রেখে তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করবো। এটাই ব্যবসায়ের মুল কথা। ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা উপার্জন করুন আর কর দিয়ে সেগুলির নৈতিক মুল্যায়ন করুন। তাই নীতি প্রনয়নের সাথে যদি দুর্নীতির সখ্যতা থাকে তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের বা ভারতের ধনী শিল্পপতিদের আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ব্যতীত অর্থলিপ্সু বলতেই পারেন না। তাদের আয়কে কোনোভাবে অনৈতিক বলা যাবে না। হয়তো তারা ব্যবসায়ের কোনো নীতিকে লঙ্ঘন করেন নি এবং রাষ্ট্রকে কর দিয়েছেন। তেমনি রাজনৈতিক বন্ডের অনুদান কে ও কোনো অনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। আবার আমেরিকা কয়েক হাজার টন গম পৃথিবী বাজারে গমের দাম কমে যাবে বলে যদি নষ্ট করে ফেলে এবং আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ না খেতে পেয়ে মারা যায় তা মানবিক মূল্যে অনৈতিক। তবে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যেতাকে অনৈতিক নাও ভাবা হতে পারে। এমনই অনেক ক্ষেত্রে নীতি প্রনয়নের সাথেই দুর্নীতির মেল বন্ধন একটু চোখ খুললেই দেখা যাবে। তবে তাকে যে আমরা সবসময় এড়াতে পারি তা নয়।

নীতি বা দুর্নীতির সামাজিক একক হিসাবে আমরা এক একটি নীতির প্রনয়নকেই মেনে নিই। তার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপরীত চলনকে আমরা নি;সন্দেহে অনৈতিক বলে ফেলি। তাই সতীদাহ বা সহমরনকে ও এক সময় আমরা নৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিয়ে ছিলাম, যতক্ষন না তা আইনত অবৈধ হয়েছে।

পরিশেষে আমরা একটি কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, দুর্নীতি একটি সর্বনাশী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার উৎসমুখ বন্ধের ব্যবস্থা না করে, আমরা যদি তাকে নির্মূল করার কথা ভাবি তাহলে তা বালখিল্যই মনে হবে। তবে দুর্নীতি নির্মূল করা যায়, নাকি কমানো যায় এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অভাব নেই। তর্ক যাই হোক , দুর্নীতি যা বিশ্ব এবং সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে তা আমরা চাইব না । জগত-কল্যানের বিষয়কে 'অর্জন' হতে হলে আগে তা সকলের কাম্য হতে হবে। আর এটাই যে হবে, সে বিশ্বাস থাকলে, মানব সমাজ কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। শুধু ব্যবস্থা আর সময়ই বলবে নীতি, দুর্নীতির তুমি, আমি, আমরা ভবিষ্যতে কেমন থাকব ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চন্দ্রযান ৩-র সাফল্য

গর্বিত রোভারের মুভমেন্টের দায়িত্বে থাকা কৃশানুর গ্রাম

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছে চন্দ্রযান ৩। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করেছে রোভার প্রজ্ঞান। চাঁদ থেকে তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে ইসরোয় বসে এই প্রজ্ঞানকে পরিচালনা করার দায়িত্ব যে বিজ্ঞানী দলের কাঁধে, তাঁদেরই অন্যতম কৃশানু নন্দী। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের প্রত্যন্ত ডাঙ্গা গ্রামের কৃশানুর এই সাফল্যে খুশি পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গ্রামবাসী সহ তাঁর গ্রামের স্কুলের শিক্ষকরাও।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের প্রত্যন্ত ডাঙ্গা গ্রামে জন্ম কৃশানুর। বেড়ে ওঠাও এখানেই। গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ চাষি পরিবারের মতোই পরিবারের আর্থিক অবস্থা। কিন্তু সেই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা চেপে রাখতে পারেনি কৃশানুর প্রতিভাকে। ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী কৃশানুর পড়াশোনা শুরু গ্রামেই। পরবর্তীতে গ্রামের পার্শ্ববর্তী বামিরা গুরুদাস বিদ্যায়তন থেকে মাধ্যমিক পাশ করে তিনি ভর্তি হন বাঁকুড়ার কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলে। সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কৃশানু তথ্যপ্রযুক্তিতে বিটেক করেন কলকাতার আরসিসি ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে। পরে যাদবপুর থেকে এমটেক করেন তিনি। এমটেক শেষ হওয়ার আগেই একই সঙেগ বিএসএনএল ও ইসরোতে চাকরি পান কৃশানু।

প্রতিবেশীরা বলছেন, বিএসএনএলের থেকে বেতন কম জেনেও ইসরোর চাকরিতে যোগ দেন কৃশানু। ইসরো চন্দ্রযান মিশন গ্রহণ করলে চাঁদের বুকে রোভারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিজ্ঞানী দলকে বেছে নেওয়া হয়, তার মধ্যে স্থান পান কৃশানু। গতকাল চন্দ্রযান চাঁদের বুকে সফল ভাবে অবতরণ করলে তার থেকে বেরিয়ে আসে প্রজ্ঞান। এই প্রজ্ঞানকে পরিচালনার কাজেই আপাতত দম ফেলার ফুরসৎ নেই কৃশানুর। গতকাল চন্দ্রযান অবতরণের পর ইসরোর বিজ্ঞানীদের উদযাপনের যে ছবি সরাসরি সম্প্রচারে ধরা পড়ে সেই উচ্ছ্বাসে কৃশানুর মুখও ফুটে ওঠে। সর্বত্রই এখন চলছে কৃশানুর সাফল্যের উদযাপন।

বিক্রমকে নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন হাওড়ার অমিত মাজি

মনোজ চক্রবর্তী

হাওড়া: চন্দ্রযান ৩-র সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ গবেষণায় ভারতের মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। আর এই সোনার সাফল্যে শরিক হল হাওড়াও। আর এতে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হাওড়াবাসী। জানা গিয়েছে, হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের খিলা গ্রামের বাসিন্দা অমিত মাজি ইসরোর সেই টিমেই রয়েছেন, যেটি এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করছে বিক্রমকে।

সূত্রের খবর, উদয়নারায়ণপুরের গোপীমোহন শিক্ষা নিকেতনের প্রাক্তনী অমিত ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী এবং গ্রামের একদম প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে আসা কৃতি বিজ্ঞানী। এই মুহূর্তে ইসরোর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন অমিত মাজি। জানা গিয়েছে, অমিতবাবুর বাড়ি উদয়নারায়ণপুরের খিলা গ্রামে। আর পাঁচটা গ্রামের ছেলের মতোই বড় হয়েছেন তিনি। গ্রামের প্রাথমিক স্কুল ও খিলা গোপীমোহন শিক্ষা সদনে পড়েছেন। এদিন তাই অমিতবাবুর উদয়নারায়ণপুরের বাড়িতে খুশির হাওয়া। গ্রামের ছেলেকে বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে খিলা।

বাবা নবীন মাজি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। মা সুষমা দেবী আদ্যোপান্ত গৃহবধূ। অমিত দুই বোনের পর সবচেয়ে ছোট। চন্দ্রযান ৩-র সাফল্যে অমিতের ভূমিকা থাকার খবর আসতেই কার্যত আবেগে ভেসে যায় আট থেকে আশি। দেশের বাড়িতেই আট থেকে আশি বাজি ফাটিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। অমিতবাবুর ছেলেবেলার দুই স্কুল বৃহস্পতিবার জাতীয় পতাকা হাতে আরেক বার জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে তাঁর সাফল্যকে অভিবাদন জানান। ইসরোর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে অমিতবাবুর স্ত্রী তৃষ্ণা স্বামীর সাফল্যে গরবিনী বলে জানান। সলিব্রেশনটা অমিত ঘরে ফিরলেই হবে বলে জানান এক বন্ধু।

চন্দ্রযান ৩-র সাফল্য প্রজেক্টরে দেখল বাঘমুণ্ডি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পড়ুয়ারা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: চন্দ্রযান ৩-র সফল অবতরণ হতেই আট থেকে আশি উৎসাহে মেতে উঠেছে। পুরুলিয়ার চিত্রটাও ঠিক একই রয়েছে। সব থেকে বেশি উচ্ছ্বাস দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার প্রজেক্টরের মাধ্যমে তা দেখানো হল বাঘমুণ্ডি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্মার্ট ক্লাসরুমে। এদিন স্মার্ট ক্লাসরুমে অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ধাপে ধাপে সেটি দেখার সুযোগ করে দেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত ছিলেন বাঘমুণ্ডি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিবশঙ্কর মাহাতো, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রশিদ খান সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রশিদ খান জানান, স্মার্ট ক্লাসরুমে আজকে চন্দ্রযান ৩-র সফল অবতরণ দেখার সুযোগ করা হয়েছে পড়ুয়াদের। তারা খুব উৎসাহিত হয়েছে। সেটি দেখার জন্য তাদের মনে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাদেরও ইচ্ছা জেগেছে অনেক পড়াশোনা করে গবেষণা করার। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে পড়ুয়ারা, আজ গর্বিত।

ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চাঁদের মাটিতে সফলভাবে অবরতণ করেছে বিক্রম। চাঁদের মাটিতে ভারতের চন্দ্রযান ৩ এর ঐতিহাসিক অবতরণের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের ও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে মেদিনীপুর শহরে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হল বিজেপির তরফ থেকে। বিজেপির মেদিনীপুর শহর এক নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের বটতলা এলাকা থেকে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তাপস মিশ্র, জেলা যুব সভাপতি আশীর্বাদ ভৌমিক, মণ্ডল সভাপতি দেবাশিস দাস সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। হাতে দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিজেপি কর্মীরা। মিছিলে প্রায় হাজার খানেক সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে।

5 STAR SUPER COLOUR
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY
5 STAR SUPER SHAKTI

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেডের (‘কোম্পানি’) সদস্যদের ২২ তম (বাইশ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’) ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (‘ওএভিএম’) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে **বৃহস্পতিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ** দুপুর ৩টায় (আইএসটি), কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (“এমসিএ”) সার্কুলার নং ১৪/২০২০ ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১০/২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং. সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, সময়ে সময়ে, যদি থাকে, জারি করা হয়, (সম্মিলিতভাবে ‘প্রাসঙ্গিক সার্কুলার’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়) একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করার জন্য।

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষ এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২৪শে আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিকট। নোটিশ এবং ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksiasteels.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন, www.bseindia.com এবং www.nseindia.com। পূর্বোক্ত নথিগুলির প্রকৃত অনুলিপি, শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না কারণ প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা শিথিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) যেমন, **www.evoting.nsdl.com**।

সদস্যরা, যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের সহ) নিবন্ধিত করেননি, তাদের এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য সদস্যদেরকে কোম্পানির বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) দ্বারা জারি করা ১২ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সংবাদপত্রের প্রকাশনা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২২ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলি দূরবর্তী ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পড়া। কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর সাধারণ সভা এবং প্রবিধান ৪৪-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (‘এনএসডিএল’) কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য। ই-ভোটিং সুবিধাটি এজিএম-এও পাওয়া যাবে এবং যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করা থেকে নিষেধ করা হয়নি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন। যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার, তারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সেই অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত। যে ব্যক্তিরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হচ্ছেন কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে এনএসডিএল -কে **evoting@nsdl.co.in** বা **kolkata@linkintime.co**-এ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকা প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং **শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে** কোম্পানির এজিএমের উদ্দেশ্যে।

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সময়কাল সকাল ৯টায় শুরু হবে সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ এবং শেষ হবে বিকেল ৫টায় বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দূরবর্তী ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। এছাড়া, একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে আবার সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউএস এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ - ২৪৯৯ ৭০০০-এ **evoting@nsdl.co**-এর ব্যবস্থাপক মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে।

বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফল ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফলগুলি স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.manaksiasteels.com** এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০৮.২০২৩

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, মেজানাইন ফ্লোর, নর্থ-ওয়েস্ট কর্নার, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com
ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য কোম্পানির ৩৯তম (উনচল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (“ভিসি”)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (“ওএভিএম”) সুবিধার মাধ্যমে হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসসমূহ ও মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (“এমসিএ”) কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/ এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ (যৌথভাবে “সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত সার্কুলার” হিসাবে উল্লেখিত) অনুযায়ী এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে যদি কিছু থাকে অনুযায়ী এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ ভেনুতে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট-এর সফ্ট কপি ই-মেল যোগে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হয়েছে ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসদের কাছে রেজিস্টার্ড। উপরোক্ত রিপোর্ট এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com; স্টক এক্সচেঞ্জগুলির অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com -তে।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোন ফিজিক্যাল কপি কোন সদস্যকে পাঠানো হবে না সংশ্লিষ্ট সার্কুলারে প্রেরণের আবশ্যকতা বিষয়ে শিথিল করার কারণে। নোটিশ পাওয়া যাবে ই-ভোটিং ওয়েবসাইট এনএসডিএল-www.evoting.nsdl.com (নিযুক্ত যে সংস্থা কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধাদি পাওয়া যাবে তার নিযুক্তর মাধ্যমে)।

সদস্যরা, যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের সহ) নিবন্ধিত করেননি, তাদের এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য সদস্যদেরকে কোম্পানির বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) দ্বারা জারি করা ১২ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের সংবাদপত্রের প্রকাশনা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৩৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর নিয়ম অনুযায়ী রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর সাধারণ সভা এবং প্রবিধান ৪৪-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড- ২। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ই-ভোটিং সুবিধাটি এজিএম-এও পাওয়া যাবে এবং যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করা থেকে নিষেধ করা হয়নি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩, তারা দূরবর্তীভাবে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সেই অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত। যে ব্যক্তিরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হচ্ছেন কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে এনএসডিএল evoting@nsdl.co.in অথবা kolkata@linkintime.co.in-এ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকা প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কোম্পানির চূড়ান্ত লভ্যাংশ এবং ৩৯তম এজিএমের উদ্দেশ্যে।

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সময়কাল সকাল ৯টায় শুরু হবে সোমবার, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং শেষ হবে বিকেল ৫টায় বুধবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, তারপরে দূরবর্তী ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। আরও জানানো হচ্ছে, একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে আবার সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউ এস এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০-এ evoting@nsdl.co.in-এর ব্যবস্থাপক মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে।

বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফল শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফলগুলি স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksia.com এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই জাতীয় ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার কান্ডার
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০৮.২০২৩

SBI এসবিআই প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি (০৬৯০৫), ৬৪/১, পঙ্কজ মল্লিক সরণি, গরচা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৯, ইমেল: sbi.06905@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন। **ঋণগ্রহীতা: মৃন্ময় মন্ডল**

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩১.০৮.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ ক্যারট	মোট ওজন ৯.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ৭.৫০০ গ্রাম	১টি নেকলেস সহ (মিন)

তারিখ: ২৫.০৮.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

केनरा बैंक Canara Bank A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate
শরৎ বোস রোড শাখা
২০৩ শরৎ বোস রোড
কলকাতা -৭০০০২৯
cb0323@canarabank.com

স্বর্ণালংকার নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে অবগত করা হচ্ছে যে তারা তাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের বকেয়া দায়বদ্ধতা আদায়দানে ব্যর্থ হয়েছেন। রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের একাধিক নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃক। তাদের অবিলম্বে ১৪.০৯.২০২৩ তারিখের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে ঋণগ্রহীতাদের দায়বদ্ধতায় **ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসে বেলা ১ টায় ১৫.০৯.২০২৩ তারিখে** বা অন্য কোনও সুবিধাজনক তারিখে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ না দিয়েই, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনে।

ক্রম নং	ঋণের তারিখ	ঋণ নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা
১.	১৪.০৬.২০২৩	১৮০০৮৪৪৬৫০৩০	রুমা চক্রবর্তী ২০৭, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
২.	২৪.০৮.২০২৩	১৮০১০৪৩৬৯৩৭৫	রুমা চক্রবর্তী ২০৭, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
৩.	২৪.০৮.২০২৩	১৮০১০৪৩৬৮৭১৩	রুমা চক্রবর্তী ২০৭, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯

তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
কানাড়া ব্যাঙ্ক ,শরৎ বোস রোড শাখা

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
হাওড়া জোন
স্টার হাউস, ৫ম তল, ৫, বি.টি.এম. সরণি
কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল -৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাঁত্রাগাছি ব্রাঞ্চ, এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ১০.০১.২০২৩ তারিখে প্রতীকী দখলীকৃত এবং ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে ২৫.০৯.২০২৩ তারিখে হাওড়া জোনাল অফিস ই-নিলামের মাধ্যমে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১৯,০৩,৯৫৭.২৩ টাকা এবং ইউসিআই ৩০.০৪.২০২২ থেকে কার্যকর মতে এবং শুল্ক সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া ব্যাঙ্কের নিকট শ্রী বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা)** কাছ থেকে। সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **২০,৪৬,৫০০ টাকা** (কুড়ি লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) এবং বায়না জমা **২,০৪,৬৫০ টাকা** (দুই লাখ চার হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা)।

সম্পত্তির বিবরণ নিম্নোক্ত মতে :
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠতলে, ফ্ল্যাট নং ৫সি, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, জি-৫ তলা “স্কাই টাওয়ার” ভবনে অবস্থিত মৌজা- মাকড়দা,জেএল নং ৩৪, এলআর খতিয়ান নং ২৮৫৪, আরএস দাগ নং ২০০০ এবং এলআর দাগ নং ২১১৬, পো -ডোমজুড়,থানা -ডোমজুড়, জেলা -হাওড়া, পিন-কোড -৭১১৪০৯, পশ্চিমবঙ্গ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯১২ বর্গফুট।

সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : সিদ্ধেশ্বর সাহার সম্পত্তি, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং মায়া চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী অরূপ এর স্পত্তি সমন্বিত।

ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :
উত্তরে : করিডর, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ৫এ, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৫ডি সমন্বিত।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতা প্রদত্ত লিংক ওয়েবসাইট : অর্থাৎ **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।**

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৩
অনুমোদিত অফিসার

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু :
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫.০২.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **নারায়ণী শ্রী ক্রিয়েশনস, স্বত্বাধিকারী শ্রী ধীরাজ জালান,** ১৪/২১/৪, সনাতন মিস্ত্রি লেন, ওড়িয়া পাড়া, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ এবং জামিনদাতা **শ্রীমতি কুসুম জালান,**“শ্রী নিবাস” ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪৫, ১০০, জি টি রোড সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭১,১৬,৩৭৫.৩২ টাকা (একাত্তর লাখ ষোলো হাজার তিনশত পঁচাত্তর টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** ০৮.০২.২০২৩ তারিখ থেকে সুদ এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৩ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **৭১,১৬,৩৭৫.৩২ (একাত্তর লাখ ষোলো হাজার তিনশত পঁচাত্তর টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** ০৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, শুল্ক ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ফ্ল্যাট নং ৪৫ পঞ্চমতলে, “শ্রীনিবাস” ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ সকলের ব্যবহারের জন্য জায়গার ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত হাওড়া পুরসভা হোল্ডিং নং ১০০, জি টি রোড (উ.), থানা - গোলাবাড়ি, জেলা -হাওড়া, হাওড়া পৌর সংস্থার অধিক্ষেত্রাধীন ওয়ার্ড নং ১৫, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৮৪৫ তারিখ ০৯.১০.২০০১ শ্রীমতি কুসুম জালানের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভবনের সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : সংশ্লিষ্ট তলের লবি এবং ফ্ল্যাট নং ৪১, পূর্বে : ভবনের সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : ভেন্টিলেশন ডাক্ট এবং সিঁড়ি সমন্বিত ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

সেলস ও মার্কেটিং নোটিশ : সারের 100 শতাংশ জলে দ্রব্য মিশ্রণের জন্য

অর্ডার নং S.O. 2900 (E) তারিখ 24 অক্টোবর, 2015 অনুযায়ী এবং এর পরিমার্জন তারিখ 30 ডিসেম্বর, 2017 যা ইস্যু করেছে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের কৃষি সহযোগিতা ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ। মেসার্স শ্রীরাম আগস্মার্ট লিমিটেড, (ডিসিএম শ্রীরাম আগস্মার্ট নামে পূর্ব পরিচিত) রেজিস্টার্ড অফিস : দ্বিতীয় তল, (ওয়েস্ট উইং), ওয়ার্ল্ড মার্ক - 1, এরোসিটি, নয়া দিল্লি - 110037, ভারত (ডিসিএম শ্রীরাম লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে যে এর ইচ্ছে 100 শতাংশ সারের জলে দ্রব মিশ্রণ বিক্রি করার নিম্নোক্ত বিশেষীকরণ অনুযায়ী।

Sl No.	Grades	'NPK 15:05: 35	'NPKSB 08:32: 16:2:0.2	'NPKSB 06:35: 25:2:0.1	'NPKSB 05:05: 41:5:0.2	'NPKSB 15:30: 15:2:0.1	'NPKS 08:30: 25:2	'NPKSB 07:15: 40:2:0.1	'NPKSB 10:05: 40:2.5:0.2	'NPKS 10:05: 40:2	'NPKSB 13:10: 27:4:0.2	'NPKSB 18:15: 16:4:0.1	'NPK 20:20: 20	'NPKS 15:26: 16:2	'NPK 19:19 :19	'NPKSB 00:15: 15:10:1	'NPKSB 06:12:36: 4:0.3	'NPKB 10:30: 20:0.1	'NPK 13:40: 13	'NPKS 15:10: 30:4	'NPKB 16:08: 24:0.2	'NPKSMgZn MnB 00:15:15: 10:4:1:3.5:01
1	Moisture per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Total Nitrogen per cent by weight, Minimum	15	8	6	5	15	8	7	10	10	13	18	20	15	19	0	6	10	13	15	16	0
3	Water Soluble Phosphates (as P2O5) per cent by weight, Minimum	5	32	35	5	30	30	15	5	5	10	15	20	26	19	15	12	30	40	10	8	15
4	Water Soluble Potash (as K2O) per cent by weight, Minimum	35	16	25	41	15	25	40	40	40	27	16	20	16	19	15	36	20	13	30	24	15
5	Sulphate Sulphur (as S) per cent by weight, Minimum		2	2	5	2	2	2	2.5	2	4	4		2		10	4			4		10
6	Magnesium (as Mg) per cent by weight, Minimum																					4
7	Zinc (as Zn) per cent by weight, Minimum																					1
8	Manganese (as Mn) per cent by weight, Minimum																					3.5
9	Boron (as B) per cent by weight, Minimum		0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.2		0.2	0.1				1	0.3	0.1			0.2	1
10	Total Chloride per cent by Weight, Maximum	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
11	Matter Insoluble in water per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	Sodium (as NaCl) per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
13	Lead (as Pb) per cent by weight, Maximum	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
14	Cadmium (as Cd) per cent by weight, Maximum	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
15	Arsenic (as As) per cent by weight, Maximum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

মাত্রা, ব্যবহারের পদ্ধতি ও সুবিধা সম্পর্কে আরও জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন শ্রীরাম আগস্মার্ট লিমিটেডের নিম্নোক্ত মার্কেটিং অফিস ঠিকানায় ও যোগাযোগ বিবরণে। প্লট নং. 82, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, সেক্টর 32, গুরুগ্রাম - 122003, হরিয়ানা (ভারত), CIN No.U24232DL2022PLC401518, কাস্টমার কেয়ার নং 0120 - 4040188, ইমেল : info@shriramagsmart.com, ওয়েবসাইট : www.dcmshriram.com

বাংলায় কাজ নেই তাই বাংলার শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে ছুটছে, কটাক্ষ অধীর চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দেশে যেকোনো প্রান্তেই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই বাংলার শ্রমিকদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে এই রাজ্যে কোনও কাজ নেই। অসহায় শ্রমিকরা ছুটছে ভিন রাজ্যে। মিজোরামে মালদার ২৩ শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার দুপুরে মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদায় যে ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসান খান চৌধুরিকে সঙ্গে নিয়ে পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রাম থেকে শুরু করে ইংরেজবাজারের সাটটারি, নরহাট্টা গ্রামেও মৃতদের পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসেন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

এদিকে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এই ধরনের তৃণমূল সরকারের প্রতি সমালোচনাকেই তুমুল কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের শেষ সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, মৃত শ্রমিকদের নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনীতি করাটা ঠিক নয়। রাজ্য সরকার যা করতে পেরেছে এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র হোক বা কংগ্রেস কেউ কিছুই করতে পারেনি। মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে সমবেদনা জানান। তাদের সহযোগিতা করুন। কিন্তু রাজনীতি করবেন না। এভাবেই কংগ্রেসের সাংসদের কথার উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

উল্লেখ্য, বুধবার সকাল দশটায় মিজোরামের আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। যাতে এখনো পর্যন্ত মালদার ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ১৮ জন শ্রমিকের মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধার করতে পেরেছে মিজোরাম সরকার। মালদার পাঁচ জন শ্রমিকের দেহের এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেই শ্রমিকদের দেহ ময়নাতদন্তের পর মালদায় কফিনবন্দি অবস্থায় পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে মিজোরাম সরকার।

এদিন মিজোরামের দুর্ঘটনাগ্রস্ত মৃত মালদা শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, করোনা কাল থেকে আমরা দেখে আসছি বাংলার শ্রমিকদের ভয়াবহ অবস্থার বিষয়টি। ওড়িশায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা হোক। অথবা কাশ্মীরের কোনও দুর্ঘটনা। মণিপুর, মিজোরাম সবেতেই বাংলার শ্রমিকের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রমিকদের একটা বড় অংশ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যায়। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার সব থেকে বেশি শ্রমিকেরা রয়েছে। কেন্দ্র সরকার তো কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনার অনেক কথা বলেছিল। কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন চপ, ঘুগনি বিক্রি করুন। তাতেই নাকি স্বাবলম্বী হবে শ্রমিকেরা। শ্রমিকদের সহযোগিতা করার মতো কোনও উদ্যোগ এখনও রাজ্য সরকার নেয়নি। ফলে সংসারে তাগিদেই অসংখ্য এরাজ্যের শ্রমিক ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে। আর দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে এবং মৃত্যু ঘটছে। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কিন্তু কোথাও কিছু হচ্ছে না।

গোঘাটে জোড়া খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার স্বামী, ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ বিচারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গোঘাটের কামারপুকুরের মধুবাটি এলাকার খুন কাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হল। অবশেষে পুলিশি জেরায় ওই খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার মৃণাল দত্ত মুখ খুললেন। তিনি নিজেই তার স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে খুন করেছেন বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেন। জানা গিয়েছে, মধুবাটির গৃহবধূ শিল্পা দত্ত বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারে মৃণাল দত্ত। নিজের স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এটা মেনে নিতে পারেনি মৃণাল। রাগে সে ঘটনার দিন রাত ১টা নাগাদ সবজি কাটার ধারালো ছুরি নিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিতে থাকে তার স্ত্রীকে। সেই সময় পাশে থাকা ছোট মেয়েটি উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। মৃণাল দত্ত কোনও কিছু না ভেবেই শিশুটিকেও কোপ মারতে থাকে। ধারালো ছুরির আঘাতে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়। হুঁশ

ফেরার পর মৃণাল মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে এবং নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে ওই ধারালো ছুরি নিয়ে নিজের গলায় বসিয়ে দেন। অর্থাৎ নিজেকেও শেষ করে দিতে আত্মহত্যাও পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্তী বেঁচে যান। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মৃণাল নাকি স্বীকার করেছেন তার স্ত্রী শিল্পা দত্তকে মেরে কোনও অনুতাপ হয়নি। মেয়ে অদ্রিজা দত্তকে মেরে অনুতাপ হয়। তাই সে নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। উল্লেখ্য, গত ৭ অগস্ট মধুবাটিতে রহস্যজনকভাবে খুন হন মা ও মেয়ে। গুরুতর জখম অবস্থায় পাওয়া যায় বাবাকে। স্বামী স্ত্রী সহ ছয় বছরের একটি শিশু কন্যা রক্তাক্ত অবস্থায় খাটে ও মেঝেতে পড়েছিল। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ সহ জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তারপর জখম ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। মৃণাল দত্ত আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এরপর পুলিশ মৃণাল দত্তকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, অভিযুক্ত নিজেই তার দোষ স্বীকার করেছেন। ধৃতকে কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

সপরিবারে স্কুল শিক্ষককে খুনের মামলায় অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: সপরিবারে স্কুল শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল খুনের মামলায় অভিযুক্তকে দোষীসাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা দিলেন বহরমপুরের দ্রুত নিষ্পত্তি আদালতের বিচারক। মৃতের পরিবার বারবার সর্বোচ্চ কঠোর সাজার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। আদালত পরপর তিন দিন বিভিন্ন কারণে রায়দান স্থগিত রেখেছিল। আজ সাজা ঘোষণা করা হয়। অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা হওয়ায় খুশি পরিবার। এই কেসে কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল সরকারি আইনজীবী। সরকারি পক্ষের আইনজীবী বলেন, 'এটা রেয়ার অফ দ্য রেয়ার কেস হিসাবে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে আদালত সেটাই মেনে নিয়ে সর্বোচ্চ সাজা দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৮ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন জিয়াগঞ্জের বাড়িতে খুন হন স্কুল শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বিউটি পাল সহ সাত বছরের বালক। ঘটনায় সাগরদিঘির বাসিন্দা উৎপল বেহারাকে মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেল হেপাজতে রেখেই সওয়াল-জবাব চলছিল। বন্ধুপ্রকাশের বাড়িতে দুধ দিতে গিয়ে গোয়ালা প্রথমে উৎপল বেহারাকে রক্তাক্ত জামাকাপড়ে দেখেন। ওই দুধ বিক্রেতা সহ সাতজন সাক্ষ্য দেন। পুলিশ খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করে আদালতে পেশ করে। নির্দিষ্ট সময়ে চার্জশিটও দেয় পুলিশ। দিন কয়েক আগেই অভিযুক্তকে দোষীসাব্যস্ত করেন বিচারক। কিন্তু পরপর তিন দিন

রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছিল। এদিন ফাঁসির সাজা শোনান বিচারক। যদিও উচ্চ আদালতে যাওয়ার দরজা খোলা রয়েছে। এদিন সাজা ঘোষণার পরেও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন উৎপল বেহারা। মৃতের মা মায়া ঘোষ পাল বলেন, 'ছেলেকে আর ফিরে পাব না। কিন্তু এই রায়ে আমি খুশি। প্রশাসনের সবাই আমাকে সাহায্য করেছেন।'

খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, উৎপল বেহারা মেদিনীপুরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। সেই সময় বন্ধুপ্রকাশ পালের হাত দিয়ে বেশ কিছু টাকা বেসরকারি সংস্থায় লগ্নি করেন। সেই সংস্থার হেড অফিস ছিল রামপুরহাটে। টাকা ফেরতের চাপ দিলেও টাকা ফেরত দিচ্ছিলেন না বন্ধুপ্রকাশ। এমনটাই তদন্তে নেমে জানতে পারে পুলিশ। লগ্নি সংস্থার মালিককে সন্দেহের তালিকায় রেখে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ছাড়া পান।

মিজোরাম রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ সাহায্যের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদার মৃত ২৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। যদিও প্রশাসনিকভাবে ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর কথা জানানো হলেও, এই মৃতের সংখ্যা রয়েছে ২৩ জন। মৃতদের মধ্যে পাঁচজনের দেহের এখনো পর্যন্ত কোনও সন্ধান পায়নি মিজোরাম প্রশাসন। যদিও মিজোরামের নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় এখনও মৃতদের খোঁজ চলছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মালদার চাঁচল মহাকুমার পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রামে যান রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রেন লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, পুখুরিয়া থানার আইসি গৌতম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া এবং মালতিপুরের বিধায়ক সমর মুখার্জি, আব্দুর রহিম বক্সী প্রমুখ।

এদিন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত সহযোগিতার কথা বলেন। উল্লেখ্য, রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত কোকলামারী চৌদুয়ার গ্রামের সব থেকে বেশি শ্রমিক মিজোরামের দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। এই গ্রামের ১৬ জন শ্রমিক মিজোরামে গিয়েছিলেন কাজ করতে। এছাড়াও ইংরেজবাজার থানার সাটটারি, বিনোদপুর এবং নরহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরো বাকি শ্রমিকরা মিজোরামে গিয়েছিলেন নির্মীয়মাণ ব্রিজের শ্রমিকের কাজ করতে।

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, মালদা থেকে প্রায় ২৮ জন শ্রমিক মিজোরামের আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে এই নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এদিন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মিজোরামের নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর কথা আমরা জানতে পেরেছি। পাঁচজন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। মিজোরাম সরকারের সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে। আমরা দাবি রাখছি, কেন্দ্র সরকার মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবার প্রতি একজন করে যেন চাকরি দেয়। এবং ১০ লক্ষ টাকা করে যেন ক্ষতিপূরণ দেয়।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, রাজ্য সরকার শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। যেখানে শ্রমিকেরা নিজের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে মোটা টাকা লোন হিসাবে পাবেন। এক্ষেত্রে ভিন রাজ্যে যাওয়ার কোনওরকম আগ্রহ থাকবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এব্যাপারেও প্রচার করা হচ্ছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এদিন চৌদুয়ার গ্রামের মৃত পরিবারদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, পুখুরিয়া এলাকার একটা অংশ মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। যেটি আমার আমার বিধানসভা কেন্দ্র। মিজোরামের দুর্ঘটনা যেটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখ জনক।

যানজট ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে টোটোতে কিউবার কোর্ড লাগানো শুরু মধ্যমগ্রামে

নিজস্ব পরতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: যানজট কমাতে ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বাড়াতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ও মধ্যমগ্রাম পুরসভা উদ্যোগে টোটো কিউবার কোর্ড লাগানো শুরু হল মধ্যমগ্রামে। বুধবার থেকে মধ্যমগ্রাম শহরে ৪০টি রুটের টোটোর কিউবার কোড বসানো কর্মসূচি শুরু হল পুরসভার সামনে থেকে। জেলা এই প্রথম মধ্যমগ্রামে এই কর্মসূচি নেওয়া হল জেলাশাসকের অনুমতি নিয়ে মধ্যমগ্রাম পুরসভা ও আইএনটিটিইউসি'র যৌথ উদ্যোগে। এই কর্মসূচি চলবে ৩ দিনব্যাপী। মধ্যমগ্রাম শহরে ৪০ টি টোটো ইউনিয়ন ও রুট রয়েছে, এবং এই রুটগুলিতে মোট ১১০০ বৈধ টোটো চলে। এর বাইরে বহু টোটো চলছে। সেইসব বহিরাগত টোটো সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। ফলে দিনদিন যানজট বাড়ছে মধ্যমগ্রাম শহরে। ফলে পুরবাসী সমস্যায় পড়ছেন। সেইসব বাইরে থেকে আসা টোটোর উপরে লাগাম টানতেই এই অভিনব পরিকল্পনা। এর ফলে কি সুবিধা হবে? প্রশ্নের উত্তরে মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ জানান, এর ফলে কোনও টোটো সেই বৈধ রুটে চলছে কিনা তা বোঝা যাবে। যাত্রী কোনও সমস্যা পরলে বা কোনও টোটো চালক খারাপ ব্যবহার করলে সেই টোটোর কিউবার কোড স্ক্যান করে তার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ইউনিয়নে বা প্রশাসনের কাছে সেই যাত্রী অভিযোগ জানাতে পারবে। কোড স্ক্যান করলে সেই টোটো রেজিস্ট্রেশন নম্বর থেকে ইঞ্জিন নম্বর চ্যাসিজ নম্বর, টোটো মালিকের নাম ঠিকানা সব পাওয়া যাবে। যার ফলে সেই টোটোকে শনাক্ত করতে অনেকটাই সুবিধা হবে। কোড ছাড়া কোনও টোটো মধ্যমগ্রাম শহরে চলাচল করতে পারবে না। কোড ছাড়া কোনও টোটো চলাচল করা মানেই সেই টোটোয় অবৈধ এবং বহিরাগত, সেই টোটোকে তৎক্ষনাৎ ধরা হবে। একদিকে যেমন এই কিউ আর কোড লাগানো ফলে সেই টোটো মালিক বা চালকের সুবিধা হল চলাচলে ক্ষেত্রে অন্যদিকে যাত্রীদের নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও অনেকটাই সুবিধা হল। এই কোর্ডের সমস্ত খরচই পুরসভা বহন করছে বলে জানান পুরপ্রধান। এই কর্মসূচির সূচনা করেন পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ।

পাঁচদিনে মৃত ৩, অসুস্থ বেশ কয়েকজন, ডায়েরিয়ার প্রকোপ দাবি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বর্ষার মাঝেই বাঁকুড়ার ছাতনায় থাবা বসাল ডায়েরিয়া। ছাতনার তাঁতিপুকুর এলাকায় ইতিমধ্যেই ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। যদিও ডায়েরিয়ায় মৃত্যুর কথা স্বীকার করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর। এলাকায় আক্রান্ত আরও বেশ কয়েকজন। ঘটনার খবর পেতেই মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে এলাকায়। কারণ খুঁজতে এলাকার পুকুর ও পানীয় জলের নলকূপ থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য দপতর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহের শেষে বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের তাঁতিপুকুর এলাকায় ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বলে দাবি। আরও দাবি, ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সর্বপ্রথম এলাকার এক রোগী ১৭ অগসট ভর্তি হন ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এরপর থেকেই একে একে এলাকার বেশ কয়েকজনের পেট ব্যাথা, বমি ও মলের উপসর্গ দেখা দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি কার্তিক বাউরি নামে এক রোগী গত ১৯ অগসট মারা যান। ২১ অগসট নিজের বাড়িতে একই উপসর্গে মারা যান শঙ্করী বাউরি। চিকিৎসারত অবস্থায় এদিন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় তাঁতিপুকুর গ্রামের বাসিন্দা বাবলু বাউরির।

যদিও ওই তিনজনের মৃত্যু ডায়েরিয়ার কারণে নয় বলে দাবি করেছে স্বাস্থ্য দপতর। এদিকে এলাকায় ডায়েরিয়া খবর ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দপতর। তড়িঘড়ি মঙ্গলবার এলাকায় মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়। অসুস্থদের চিকিৎসা করার পাশাপাশি অসুসথতার কারণ খুঁজতে এলাকার পানীয় জলের নলকূপ ও ব্যবহার্য পুকুরের জলের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এখনও পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে না এলেও আপাতত এলাকাবাসীকে পুকুরের জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তোলা দিতে অস্বীকারে ব্যবসায়ীকে মারের অভিযোগ কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: হোটেল ব্যবসায়ীর কাছে তোলা না পেয়ে তাঁকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা চেয়ে না পাওয়ায় ব্যবসায়ীকে কলার ধরে মারধরের অভিযোগ হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রীতা দত্তর স্বামী স্বপন দত্তর বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনার দায় অস্বীকার তৃণমূল নেতার।

অভিযোগ, বুধবার সন্ধেয় চুঁচুড়া চকবাজারে জগন্নাথ খাঁড়ার হোটেলে চড়াও হন স্বপন। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বলেন। ব্যবসায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে কলার ধরে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। হোটেলের সিসি ক্যামেরায় সেই ছবি ধরা পড়েছে। জানা গিয়েছে, হোটেলের সামনে উনুনের জন্য ড্রেন পরিষ্কারে অসুবিধা হওয়ায় পুরসভা থেকে উনুন সরিয়ে ফেলতে বলা হয় কিছু দিন আগে। সেই উনুন না সরানোয় কাউন্সিলরের স্বামী চাপ সৃষ্টি করেন বলেও অভিযোগ। হোটেল ব্যবসায়ী জগন্নাথ খাঁড়ার দাবি, '৭ নম্বর ওয়ার্ডের

কাউন্সিলরের স্বামী আমার কাছে এসে বলেন নির্দেশ আছে হোটেল ভেঙে সরিয়ে দেওয়ার। আমি বলি আমার কাছে কোনও নির্দেশ আসেনি। পুরসভায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এরপরই সন্ধেবেলায় স্বপন দত্ত এসে আমার হোটেলে চড়াও হন। পঞ্চাশ হাজার টাকা চান। আমি দিতে অস্বীকার করি। আমাকে মারধর করে হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন। আমি গোটা বিষয়টা ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েছি।'

অভিযুক্ত স্বপন দত্ত দাবি করেন, 'মহকুমা শাসকের নির্দেশ আছে জবর দখল ভেঙে সরিয়ে দেওয়ার। সেটাই ওকে বলতে গিয়েছিলাম। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছি এটা মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে ড্রেন দখল করে রেখেছে। পুরসভার রাস্তার ওপরে দোকানের ছাউনি বেরিয়ে আছে। মহকুমা শাসকের নির্দেশ আছে জবর দখল সরিয়ে দেওয়ার। সেটাই বলতে গিয়েছিলাম। হোটেল ব্যবসায়ীর এই বেআইনি জবর দখলে আমার দলেরই লোক ওকে সাহায্য করছে।'

তৃণমূল কাউন্সিলর রীতা দত্ত দাবি, 'চকবাজার এলাকায় কিছু দোকানের সামনে জবর দখল হয়ে থাকায় নিকাশি সমস্যা হচ্ছিল। একটু বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছিল রাস্তা। তাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। হোটেল ব্যবসায়ীকে বলা হল তিনি শোনেননি। উলটে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ করছেন।' চকবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মদনমোহন পাল বলেন, 'চকবাজারে ব্যবসা করে কত টাকা আয় হয় যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। ৫০-১০০ হলে ঠিক আছে। আর জনপ্রতিনিধি হয়েছে বলে কী মাথা কিনে নিয়েছে নাকি, বলছে হোটেল বন্ধ করে দেবে। ৭০ বছরের ব্যবসা কী করে বন্ধ করবে?'

টাকা ছাড়া কাজ না হওয়ার অভিযোগ, বিএলআরও অফিস তালা দিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘুঘুর বাসা বিএলআরও অফিস! সেই অফিসে টাকা ছাড়া পাতা নড়ে না বলে অভিযোগ তুলে বিএলআরও অফিসে কর্মী আধিকারিকদের রীতিমতো তালাবন্দি করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূলের নেতা কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা। বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

ভূমি সংস্কার দপ্তরের বিরুদ্ধে বারেবারেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান খোদ মুখ্যমন্ত্রীও একবার ভূমি সংস্কার দপ্তরকে ঘুঘুর বাসা বলে উল্লেখ করলেও, তাতে হাল যে মোটেও ফেরেনি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার খোদ শাসকদলের ইন্দপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি রেজাউল খানের নেতৃত্বে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি সহ তৃণমূলের নেতা কর্মীরা ইন্দপুর ব্লকের বিএলআরও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ইন্দপুরের বিডিও বিএলআরও অফিসে গেলে তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও কর্মীরা।

তৃণমূলের দাবি, এই বিএলআরও অফিসের আধিকারিক ও কর্মীরা আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন। টাকা না দিলে এই দপতরে কোনও কাজ হয় না। টাকার বিনিময়ে অবলীলায় সরকারি জমি অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। টাকা না দিতে পারায় সামান্য ইকনমিক উইকার গ্রুপের শংসাপত্র পেতেও পড়ুয়াদের মাসের পর মাস বিএলআরও অফিস থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারী তৃণমূলের দাবি, চুরি করবে বিএলআরও অফিস আর চোর তকমা পেতে হবে তৃণমূলকে, তা মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলন গড়ে তোলার

হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

ইন্দপুরের বিএলআরও তৃণমূলের তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিডিওর দাবি বিএলআরও পৃথক দপ্তর। তা সত্ত্বেও অভিযোগগুলি লিখিত ভাবে পেলে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন। বিজেপির দাবি, বিএলআরও অফিসের দুর্নীতি নিয়ে বারেবারে সরব হয়েছে তারা। সেই অভিযোগই আজ প্রমাণিত হল। বারেবারে এতদিন পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় ছিল। আজ অন্য গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসেছে। নিজেদের প্রমাণ করতেই আজ এভাবে বিএলআরও অফিসে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে তৃণমূল।

প্রধান শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: প্রধান শিক্ষককে অপসারণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ স্কুলের গেটেতে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে স্কুল গেটের সামনে রাস্তায় বসে অবরোধ বিক্ষোভ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। বাগদার কোনিয়ারা যাদব চন্দ্র হাই স্কুলের ঘটনা। জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রর। মৃত ছাত্রের বাড়িতে যাওয়া নিয়ে স্কুলে বিতর্ক। প্রধান শিক্ষক ছুটি ঘোষণা না করলেও শিক্ষকরা দল বেঁধে প্রধান শিক্ষকের কথা উপেক্ষা করে মৃত ছাত্রের বাড়িতে গেলেন। আর এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল স্কুলে। প্রধান শিক্ষক অনুপম সরকারের অভিযোগ, স্কুল ছুটি দেননি মিড ডে মিল চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে অমান্য করে একাধিক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্কুলের হাজিরা খাতায় সই না করে মৃত ছাত্র শিবা হালদারের বাড়িতে যান শিক্ষক থেকে পড়ুয়ারা। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ অস্বীকার করে অন্যান্য শিক্ষকরা বলেন প্রধান শিক্ষককে বারবার অনুরোধ করেও তিনি যেতে রাজি হয়নি। এরপরে আমরা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মানবিক কারণে ছাত্রের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এরপরই প্রধান শিক্ষক আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানাতেই ক্ষোভ জানায় স্কুলের একাধিক শিক্ষক ও পড়ুয়ারা।

চন্দ্রযান থ্রি'র সাফল্যে উত্তরপাড়ার লাহাবাড়ির জয়ন্তর অবদান চিরস্মরণীয়, উচ্ছ্বাস

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: ইসরোর চন্দ্রযানের সাক্ষী থাকল হুগলির উত্তরপাড়া। এই অভিযানের উচ্ছ্বাস এসে পড়ল উত্তরপাড়ার বিকে স্ট্রিটে লাহা বাড়িতে কারণ এই চন্দ্রযানের পেছনে যেসব বিজ্ঞানীর অবদানে এই সাফল্য তার মধ্যে উত্তরপাড়ার ভূমিপুত্র জয়ন্ত লাহা তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। বুধবার সন্ধেবেলা চন্দ্রযান থ্রি চাঁদের মাটি ছোঁয়ামাত্র উত্তরপাড়ার বি কে স্ট্রিটের লাহা বাড়িতে আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে যায়। দেশের গৌরবজনক ইতিহাসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির উত্তরপাড়ার নাম জড়িয়ে পড়ায় খুব খুশি উত্তরপাড়ার মানুষ। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিকে স্ট্রিটে বসতবাড়ি

জয়ন্ত লাহার বুধবার রাতে জয়ন্ত বাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তার মা চন্দনা লাহা ও বাবা প্রশান্ত লাহা আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। তার মা তো আবেগেই কেঁদে ফেলেন। তার মা চন্দনা লাহা জানালেন, আমরা উৎকণ্ঠায় ছিলাম কখন চাঁদের মাটিতে বিক্রম পা দেবে, সারাদিন ধরে আমরা টিভির সামনে বসে ছিলাম সেই মুহূর্ত আসার পর কি বলব সে কি যে আনন্দ হচ্ছিল ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছেলের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তার সহকর্মীদের পরিশ্রমও সার্থক হয়েছে। ছেলে আরো ভবিষ্যতে উন্নতি করুক সাফল্য আসুক তার জীবনে এটাই তার মায়ের প্রার্থনা। জয়ন্ত বাবুর বাবা প্রশান্ত লাহা জানালেন, ২০০৯ সালে ছেলে ইসরোয় যোগদান করেন। ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো ছিল। উত্তরপাড়ার গভর্মেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করত, তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তারপর আইআইটি খড়গপুরে এম টেক করার জন্য ভর্তি হয়, তার মধ্যে ইসরোয় সে যোগদান করে সঙ্গে এমটেক করে। প্রশান্তবাবু আরও জানালেন সারাদিন খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম তারপর চাঁদের মাটি ছোঁয়ার পরে খুব আনন্দ হচ্ছিল সে কি বলব। তিনি ছেলের আরো সাফল্য কামনা করেন এবং তার সঙ্গে ছেলের সহকর্মীদের সাফল্য কামনা করেন। প্রশান্ত বাবু অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী মা চন্দনা সরকার গৃহবধূ। জয়ন্ত বাবু চন্দ্রযান থ্রি প্রকল্পের বিক্রম এর নেভিগেশন ক্যামেরার প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। জয়ন্ত বাবুর বাবা জানালেন ছেলে এপ্রিল মাসে এসেছিল বাড়িতে কিছুদিন থেকে আবার কর্মস্থলে যোগ দেয়। পুজোর সময় আসার কথা। ছেলে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকে খুব একটা কথা হয় না। জয়ন্ত বাবুর সাফল্যে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বুধবার রাতেই লাহা বাড়িতে ছুটে আসেন অভিনন্দন জানাতে। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন এই সাফল্যের খবরে আমিও এখানে এসে অংশ নিলাম। একটু আনন্দ করলাম প্রশান্ত বাবু ও চন্দনা দেবীকে অভিনন্দন জানালাম তাদের ছেলের সাফল্যে।

ইসরোর সাফল্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাকিস্তানের মিডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট: চাঁদের মাটিতে ইতিহাস গড়েছে ভারত। প্রতিবেশী দেশের এই সাফল্যে অবশ্য বেশ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছে পাকিস্তানের তরফে। সেদেশের সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব-সকলের তরফেই ভারতের সাফল্য নিয়ে ইতিবাচক কথা শোনা গিয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদপত্রের শিরোনামেই ছিল চন্দ্রযানের সফল ল্যান্ডিং। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই নানা বিষয়ে তিক্ত হয়ে উঠেছে ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। তবে ভারতের চন্দ্রযান নিয়ে প্রথম থেকেই বেশ ইতিবাচক মনোভাব ছিল পাক জনতার একাংশের।

বুধবার প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছে ইসরোর ল্যান্ডার বিক্রম। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই পাকিস্তানের প্রাক্তন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরি বলেন, 'ইসরোর জন্য আজ অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। দেখলাম ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই সাফল্য উদযাপন করছেন প্রচুর তরুণ বিজ্ঞানীরা। আসলে তরুণরাই স্বপ্ন দেখে এই বিশ্বকে পালটে দিতে পারে। তাঁদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।' প্রসঙ্গত, বিক্রমের ল্যান্ডিংয়ের লাইভ সম্প্রচার হোক পাকিস্তানেও-এমনটাই দাবি করেছিলেন ফাওয়াদ চৌধুরি।

ইমরান খান সরকারের মন্ত্রী ছাড়াও পাকিস্তানি মিডিয়াতেও বেশ ভাল সাড়া ফেলেছে চন্দ্রযান। ডন, নিউজ ইন্টারন্যাশনাল, বিজনেস রেকর্ডার, দুনিয়া নিউজের মতো প্রথমসারির পাক সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে ভারতের চন্দ্রবিজয়ের খবর। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত যে ইতিহাস গড়েছে, সেই খবর প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ স্তরের মিডিয়ার দুনিয়া। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিক্ততা ভুলে ভারতের এই নজিরকে কুর্নিশ জানিয়েছে পাক সংবাদমাধ্যম।

পাকিস্তানে ফের ভয়াবহ বন্যা, ১৭৫ জনের প্রাণহানি

ইসলামাবাদ, ২৪ অগস্ট: গত জুন মাস থেকে জলের নীচে পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা । বন্যায় এখনও পর্যন্ত ১৭৫ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন বলে বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থা জানিয়েছে। দেশটির পূর্ব পাঞ্জাবের এক লাখেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। পঞ্জাবে জরুরি পরিষেবা বিভাগের মুখপাত্র ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, উদ্ধারকারী নৌকো গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে উদ্ধার করছে। এখনও পর্যন্ত এক লাখের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আসলাম বলেছেন, গত ৩৫ বছরে নদীর জলস্তর এতটা বাড়েনি। পাকিস্তানের বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থার পক্ষে বলা হয়েছে, আগামী দিনে বন্যার জল আরও বাড়তে পারে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মহসিন নাকভি বলেন, ভারতের পঞ্জাবে বাঁধ থেকে শতদ্রু নদীতে জল ছাড়া হয়েছে। তার ফলে এই বন্যা হয়েছে।২০২২ সালে পাকিস্তানে ভয়ংকর বন্যা হয়েছিল। তিন কোটি ৩০ লাখ মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এক হাজার ৭৩৯ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিন হাজার কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছিল।

কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে একতরফা প্রার্থী ঘোষণা অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: ইন্ডিয়া জোটের সলতে পাকানো সবে শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যে রাজ্যে বেরিয়ে পড়ছে বিরোধী শিবির ফাটলের ছবি। দিল্লির শাসকদল আম আদমি পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের বিবাদ ইতিমধ্যেই শিরোনামে এসেছে। এবার ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশেও সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের অনৈক্যের ছবি সামনে চলে এল।

বস্তুত, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে কোনওরকম আলোচনা শুরুর আগেই একপেশেভাবে মধ্যপ্রদেশের চার আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিল অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। বুন্দেলখণ্ড এবং চম্বল-গোয়ালিয়র অঞ্চলের চারটি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। আসলে ওই অঞ্চল দু'টি উত্তরপ্রদেশ লাগোয়া। গতবারের বিধানসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে একটিতে জিতেছিল সমাজবাদী পার্টি। সেই জয় এসেছিল বুন্দেলখণ্ড এলাকা থেকেই।

ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গী সমাজবাদী পার্টি এভাবে একতরফা প্রার্থী ঘোষণা করে দেওয়ায় মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান টানা চারবার ক্ষমতায়। মাঝে বছর খানেকের কিছুটা বেশি সময় কংগ্রেসের সরকার থাকলেও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা চরমে। আর সেটারই ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে সমাজবাদী পার্টি আলাদা ভাবে লড়লে বিজেপি ভোট কাটাকাটির সুবিধা পাবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে ফের ব্যর্থ উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ২৪ অগস্ট: ফের ব্যর্থ হল উত্তর কোরিয়ার গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ। দ্বিতীয়বারের মতো ব্যর্থ হয়েছে সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সংশ্লিষ্ট বাহিনী। চলতি বছর মে মাসের পর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফা গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের চেষ্টা চালায় উত্তর কোরিয়া। এটি ব্যর্থ হলেও আগামী অক্টোবরে ফের চেষ্টা চালানো হবে বলে জানিয়েছে দেশটি। উত্তর কোরিয়া চেয়েছিল কক্ষপথে সামরিক গোয়েন্দা স্যাটেলাইট পাঠাতে। বৃহস্পতিবার ভোরে এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। কিন্তু স্যাটেলাইট বহনকারী রকেটের তৃতীয় পর্যায়ে সমস্যা দেখা দেয়। এতে করে দেশটির দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এর আগে মে মাসে যে উৎক্ষেপণটি করা হয়েছিল সেটি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে উত্তর কোরিয়া সরকারি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছে, 'রকেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের উড্ডয়ন স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের উড্ডয়নের সময় জরুরি ব্লাস্টিং সিস্টেমে ত্রুটির কারণে উৎক্ষেপণটি ব্যর্থ হয়ে যায়।' দক্ষিণ কোরিয়া দাবি করেছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৩টা ৫০ মিনিটে সোহাই স্যাটেলাইট লঞ্চিং স্টেশন থেকে গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের প্রতিবেশী দেয়। রকেটটি ইয়েলো সাগরের ওপর দিয়ে আন্তর্জাতিক আকাশ সীমা অতিক্রম করে। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর রকেটটির কিছু অংশ ফিলিপাইনের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে থাকতে পারে।

বরাবরের মতো উত্তর কোরিয়ার এমন আচরণে তীব্র প্রতিবাদ ও কঠোর ভাষায় এ উৎক্ষেপণের নিন্দা জানিয়েছে জাপান।

দিল্লি সফরে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: ইস্তফার জল্পনার মধ্যে দিল্লি সফরে আসছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর। সেই বৈঠকে হাজির থাকতে পারেন মণিপুরের বিজেপি সভানেত্রী সারদা দেবীও। ওই সূত্রের দাবি, বৈঠকে মণিপুরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি, কথা হতে পারে গোষ্ঠীহিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও।

সোমবার মণিপুর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা। তবে দুই মন্ত্রী-সহ রাজ্যের ১০ কুকি বিধায়কের কেউই যোগ দেবেন না বলে আগেই জানিয়েছেন। ওই বিধায়কদের মধ্যে সাত জনই বিজেপির। কুকি, জো-সহ জনজাতি গোষ্ঠীগুলির অভিযোগ, গত সাড়ে তিন মাসের গোষ্ঠীহিংসা-পর্বে বীরেনের সরকারের আচরণ পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট। জনজাতি অধ্যুষিত পাহাড় অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়টি মণিপুর সরকার অবহেলা করেছে। বীরেন তাঁর 'স্বজাতি' মেইতেইদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত)
হলদিয়া শাখা
মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, গ্রাম - বাসুদেবপুর, পো. - খঞ্জনচক, থানা - দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশে(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সির নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**শ্রী সন্দীপ চৌধুরী এবং শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী** এন০২৮৬, বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লি, নং ২ পশ্চিম হসপিটাল কোয়ার্টার, পো. এবং থানা - দুর্গাচক, জেলা-মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬০২ এবং **আরও ঠিকানা** : লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস, ফ্ল্যাট নং ১-এ, ২য়তল, খঞ্জনচক, হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০২, **হলদিয়া শাখা**	ক) ১৮.০৪.২০২৩ খ) ২১.০৮.২০২৩ গ) ২৬,৩২,৭২১.০০ টাকা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ১৯.০৪.২০২৩ থেকে।	**সম্পত্তির বিবরণ** : স্বত্ব দলিল নং ১-৮০৩১ - ১০.১০.২০১৭ মালিক **শ্রী সন্দীপ চৌধুরী**, পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী, এবং **শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী** স্বামী শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, বহুতল ভবন মুক্তি প্রসাদ জানা-র মৌজা-বাসুদেবপুর, প্লট নং ৭৮৪ এবং ৭৮৫, ফ্ল্যাট নং "১-এ", ২য় তল, জেএল নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২২৮, হলদিয়া পুরসভা অধীন, মৌজা - খঞ্জনচক, থানা -দুর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : বীরেন জানা, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক এবং বাজার, পশ্চিমে : ভক্তি প্রসাদ জানার সম্পত্তি।

তারিখ - ২১.০৮.২০২৩
স্থান - হলদিয়া
স্বাঃ- রঞ্জেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার/ অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
নং : **WB-28/TN/ED/EOB/2023-2024** তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি অফিস এরিয়ায় ১ (একটি) পূর্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি পরিষোধের সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১১.০৯.২০২৩ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১২৪(৩) / ২৩-২৪
২৪.৮.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ইন্টিগ্রেটেড সেফটি টেস্টের কাজ সম্পাদন করতে গ্রিন লাইনে ২৬.০৮.২০২৩ (শনিবার) তারিখে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে
২৬.০৮.২০২৩ (শনিবার) তারিখে বর্তমান রেভিনিউ সেকশন অর্থাৎ **শিয়ালদহ থেকে সল্ট লেক সেক্টর-৫** তৎসহ প্রোজেক্ট সেকশন অর্থাৎ **এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান** পর্যন্ত, সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার-এর প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেশন টেস্টের দরুন, **ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে ২৬.০৮.২০২৩ (শনিবার) তারিখে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে।**
প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

মেসার্স বিকেএস লেদার এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড(দেউলিয়াগ্রস্থ)-এর ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পো. ঠাকুরপুকুর, পশ্চিম বরিশা, কলকাতা - ৭০০০৬৩, ইমেল : pratapmukherjee62@gmail.com, ফোন : ৯৬৭৪৭৯৫৬৪৮

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোডের অধীনে এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট রুল অধীন **মেসার্স বিকেএস লেদার এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ (কর্পোরেট ডেটর)** এর দুইটি গাড়ি বিক্রয় করা হবে ই-নিলাম মাধ্যমে যা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা **M/s Right2Vote Infotech Private Limited. (Right2Vote** ভায়া ওয়েবসাইট **www.right2vote.in)** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৩.০৯.২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

বিবরণ	সম্পদের বিবরণ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা (টা.)
ক	[illegible]	ব্লক ১	২,০০,০০০.০০ টাকা	২০,০০০.০০ টাকা
ডাক আবেদন/উপযুক্তার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	১১.০৯.২০২৩			
বায়না জমা দেবার শেষ তারিখ (ইএমডি)	২১.০৯.২০২৩			
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	২৭.০৮.২০২৩ থেকে ২১.০৯.২০২৩ পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত যোগাযোগের ব্যক্তি (শ্রী প্রতাপ মুখার্জি মো. ৯৬৭৪৭৯৫৬৪৮/৯৪৩৩১৬৯২১৪)			

আগ্রহী ডাকদাতারা টেন্ডার নথি, আগ্রহ প্রকাশক নোটিশ, এবং গোপন এবং অপ্রকাশিতব্য ঘোষণা দাখিল করতে পারেন ১১.০৯.২০২৩ তারিখের মধ্যে।
ইএমডি (ফেরৎযোগ্য) আগ্রহী ডাকদাতারা ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে বিকেএস লেদার এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থ-এর অনুকূলে ২১.০৯.২০২৩ তারিখের মধ্যে আদায়যোগ্য।
ই-নিলাম বিক্রির শর্ত এবং নিয়মাদি বিস্তারিত, জানতে উল্লেখ্য বিক্রয় নোটিশ যা www.right2vote.in এবং https://www.ibbi.gov.in দেখতে পারেন। ই-নিলাম বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে শ্রী প্রতাপ মুখার্জি (+৯১) ৯৬৭৪৭৯৫৬৪৮/৯৪৩৩১৬৯২১৪, ই-মেল আইডি : bksleather.ibc@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
স্বা/-
প্রতাপ মুখার্জি
তারিখ : ২৫.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা
বিকেএস লেদার এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড'এর লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02515/2021-2022/13851

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing West Bengal Forest Development Corporation Ltd. & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
117/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Creation of Plantation & Three years maintenance at Princep Ghat Rail Station over 0.5 Ha. of Kolkata Municipal Corporation (KMC) area.	25.08.2023	02.09.2023
118/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Cleaning & Removal of dried bushes and grasses at MTPS, DVC under Mejia URF Range.		
119/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Supply of Garden Pipe, Sprayer Machine, Shade Net at MTPS, DVC, under Mejia URF Range.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Howrah Municipal Corporation
Borough - I
28, Shree Aurobinda Road-711106, Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
E-TENDER NO: TN/04/AE/B-1/23-24
Date: 24.08.2023
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website **www.hmc.gov.in. & wbtenders.gov.in. Last Date of Application on 07.09.2023**.
Assistant Engineer
Borough-I. H.M.C.

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites E-Quotation vide memo no. **WBMAD/ CM/ DG Set/ NIQ-7 (2ND)/ 2023-24, Dt-24.08.2023** for supplying of DG Set. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender Reference No- **WBBDR/ P-1/ 084/871/EO/2022-23 Dated- 23/08/2023.** Tender **ID: 2023_ ZPHD 559738_1** has Been floated Concrete Road works at Srirampur GP under Purbasthali-I P.S.
Look for detail you may visit **www.y blenders.gov** in and office notice board.
Sd- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়া। **ক্রমিক নং ১, ই-টেন্ডার নংঃ ১৫২_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে মনসুন চলাকালীন এমার্জেন্সী হিসাবে বল্লা/রেল পাইলিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫৭,৭৮,৫০৫.৮৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,১৫,৬০০ টাকা। **ক্রমিক নং ২, ই-টেন্ডার নংঃ ১৫৩_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে মনসুন চলাকালীন এমার্জেন্সী সামগ্রী হিসাবে কোয়্যারি স্টোন ডাস্ট এবং স্টোন বোল্ডার সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,২৪,৫৩,৬০৯.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১২,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৫.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-225/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি **শ্রী শক্তি প্রধান**, পিতা প্রয়াত জামানি প্রধান, সাকিন- ঝাপপুকুর, নন্দী বাগান, পো- সাহাগঞ্জ,থানা-চুঁচুড়া, জেলা -হুগলি, পিন- ৭১২১০৪, **আমার স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত সম্পত্তি অবস্থিত জেলা-হুগলি,থানা -চুঁচুড়া, মৌজা- কেওটা, জেএল নং ৭, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, আরএস দাগ নং ৮৬০, আরএস খতিয়ান নং ১৮৮৯, এলআর দাগ নং ২৩০৪, এলআর খতিয়ান নং ১০৪৯২,** ডিএসআর হুগলি অফিস অধিক্ষেত্র অধীন এংব এডিএসআর চুঁচড়া, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে দলিল ক) **৩১৪০-২০০২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হুগলিতে** সম্পাদিত মূল দলিল হারিয়ে ফেলেছি।
আমি ইতিমধ্যেই চুঁচুড়া থানায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং **-৯৭৫ তাং ১৮/০৮/২০২৩** দায়ের করেছি।কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে বাধিত করিবেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।
উক্ত বিষয়ে অনুমোদন সাপেক্ষে
শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ কোর্ট,হুগলি
মো : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 1402/RM
Date – 24.08.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-4e/ 2023-24/2nd Call/SL1 to SL13
Tender ID : 2023_MAD_ 559839_1 to 13
Name of the work: Publication of Various Construction Work (13 nos) within Ranaghat Municipality. Last Date of Submission of Bid : **04.09.2023.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality

NOTICE
In the 7th court of Addl. District Judge, Paschim Medinipur
Act VIII Case No.29/2022
Smt. M.Saradha..........Petitioner
This is to inform all the inhabitant of Chhoto Aima under P.S. Kharagpur (Town), District - Paschim Medinipur that one Smt. M. Saradha being petitioner filed the above noted case with a **prayer for appointment of Guardian of Loglapol Gayatri (Minor) and (minor) Loglapol Gitansh both minor daughters of Late Dineswar Rao**. If anybody has any objection over the matter, he/she may appear in the Court of Additional District Judge, 7th Court, Paschim Medinipur on **19.09.23 at 10.30 A.M.** personally or through Ld. Advocate, Otherwise the case will proceed according to law.
By order
Shri Durga Kisku
Bench Clerk
7th Addl. Dist. Judge Court
Paschim Medinipur, 26.07.23

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং.ঃ এমসি-ওবিএইচএস-এমসিসি-বিটি-ভিবি-২০২৩, তারিখঃ ২৩.০৮.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি.অ্যান্ড টি/এস), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ২ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি, হাওড়া-গয়া, হাওড়া-রাঁচি এবং হাওড়া-পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যুক্ত আইআর-ডিআরডিই বায়ো-টয়লেটের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং ওবিএইচএস, কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,৩৫,৬১,৯৬০.৫৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা করতে হবেঃ** ৫,১৭,৮০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **অনলাইনে টেন্ডার জমা করার জন্য ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.ireps.gov.in, বিড বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১৩.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত।
HWH-224/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SBI
শাখা - স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০৯.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২২.০৯.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২,৯২,৫৭, ৩৬০.০০ টাকা ১৯.০৮.২০২৩** অনুযায়ী অনাদায়ী সুদ এনপিএ অ্যাকাউন্ট ঘোষিত হওয়ার পর এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স পুরুলিয়া কেমিক্যালস প্রা. লি. ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা - শ্রী রাজেশ কুমার লাঠ, ব্যক্তিগত জামিনদাতা - ১) শ্রী হরিশ কুমার লাঠ ২) শ্রী সতীশ লাঠ, প্রত্যেকের ঠিকানা** - দুর্গা গোপাল কমপ্লেক্স, ২৮৮, এন সি দাসগুপ্ত রোড, হোল্ডিং নং ১২, ২য় তল, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১০১
সিডিউল এ - সংরক্ষিত মূল্য - **১,১৭,৬০,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা - **১১,৭৬,০০০.০০ টাকা**, বর্ধিতকরণ মূল্য - **১০,০০০.০০ টাকা**, **সিডিউল বি** - সংরক্ষিত মূল্য - **৭৫,৮৯,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা - **৭,৫৮,৯০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য - **১০,০০০.০০ টাকা**।
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সহ মেসার্স পুরুলিয়া কেমিকেলস প্রা.লি. পরিমাণ আনুমানিক ১০ বিঘা এবং ১৩,১৫০ বর্গফুট নির্মাণ অবস্থিত জেলা-পুরুলিয়া ,পরগনা - বড়ভুম, মৌজা - বেল্লা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি-বল রামপুর, জেএল নং ৫০ (পুরানো), জেএল নং ৭৪ (নতুন) , আরএস খতিয়ান নং ৮৩২, আরএস প্লট নং ১৩৩৫, উল্লেখ্য দলিল নং ২৩৪৬ - ২০০৩ সালের।
খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দ্বিতল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত শ্রী রাজেশ কুমার লাথ (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এর নামে,শ্রী হরিশ কুমার লাথ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এবং শ্রী সতীশ লাথ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) মোট পরিমাণ ৪৫৪৭ বর্গফুট (২২২.২০ বর্গফুট দ্বিতীয়তলে এবং ৪৩২৪.৮০ বর্গফুট তৃতীয় তলে) এবং ৬২০০ বর্গফুট খোলা টেরেস অবস্থিত মৌজা - পুরুলিয়া, জেএল নং ২৯২/২, আরএস খতিয়ান নং ২৪২৪, আরএস প্লট নং ১০৮৪৭ এবং ১০৮৪৮, পুর হোল্ডিং নং ১১ ওয়ার্ড নং ১৯ মধ্য বাজার, পুরুলিয়া, উল্লেখ্য বন্ধকদত্ত দলিল নং ০৫৬০৬-২০১০ সালের অনুযায়ী। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩ | SARB FILE NO. 18563/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩২৯৭
দ্রষ্টব্য : জামিন আবেদন নং এসএ/৯১/২০১৬ বিচারাধীন ডিআরটি ২ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীনে

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ-২৫.০৮.২০২৩
স্থান-কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
ই-ডিফাই লার্নিং সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
মাস্টারস্ট্রোক ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
শ্রী মঙ্গলম সেলস অ্যান্ড এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

টসই হল না তৃতীয় ম্যাচে, ২-০ সিরিজ জিতে দেশে ফিরছেন অধিনায়ক বুমরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২-০ ব্যবধানেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় ভারতের। তৃতীয় ম্যাচে বৃষ্টির জন্য এক বলও খেলা হয়নি। প্রথম ম্যাচেও বৃষ্টি বাধা হয়েছিল। তবে সেই ম্যাচ জিতেছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচেও জিতেছিলেন বুমরারা। শেষ ম্যাচে খেলাই হল না। পিছিয়ে গেল টসের সময়। বৃষ্টির জন্য এখনই টস করা সম্ভব হচ্ছে না।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত বনাম আয়ারল্যান্ডের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বুধবার দীর্ঘক্ষণ খারাপ আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বাতিল বলে ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে জিতেছিল ভার ত। তৃতীয় ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কারণে ২-০ ফলে সিরিজ জিতে গেল জশপ্রীত বুমরাহর দল। সিরিজ সেরার পুরস্কারও পেলেন বুমরাহ।

আয়ারল্যান্ড সিরিজের শুরু থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। সিরিজের প্রথম ম্যাচেই থাবা বসিয়েছিল বৃষ্টি। ডাকঅয়ার্থ-লুইস নিয়মে মাত্র দুই রানের প্রথম ম্যাচ জিতেছিল মেন ইন ব্লু। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ভরপুর ক্রিকেট উপভোগ করেছিলেন দর্শকরা। জীবনের প্রথমবার আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্যাট করতে নেমেই ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। বুধবারও স্বমেজাজে ঝোড়ো ইনিংস খেলবেন কেকেআর তারকা, এমনটাই আশা ছিল।

বুধবারের ম্যাচে রিঙ্কু ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারকে ম্যাচে খেলানো হতে পারে বলেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে বৃষ্টি চলতে থাকায় দুই দলের অধিনায়ক হ্যান্ডশেক করে নেন। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বাতিল বলে ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

এই সিরিজেই দীর্ঘদিন পরে কামব্যাক করেছেন বুমরাহ। চোট সারিয়ে ফেরা তারকা পেসারকেই দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যাবর্তনেই সিরিজ সেরার পুরস্কার পেলেন তিনি। সিরিজে মোট চারটি উইকেট গিয়েছে তাঁর ঝুলিতে। পুরস্কার নিতে এসে বুমরাহ জানিয়েছেন, চোট সমস্যা একেবারেই সেরে গিয়েছে। ফলে বিশ্বকাপের আগে তাঁকে নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন ভারতের সমর্থকরা।

ডুরান্ডের শেষ আটে আজ কঠিন লড়াই ইস্টবেঙ্গলের সামনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে গোকুলম কেরলের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে যেতে লাল-হলুদের সামনে বাধা কেরলের ক্লাব। লড়াই খুব একটা সহজ হবে না ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। কারণ, গোকুলম প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন। মুখোমুখি সাক্ষাতে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকলেও টান টান লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে পারে যুবভারতী।

ডুরান্ডের অন্যতম সফল দল ইস্টবেঙ্গল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের মতো তারাও ১৬ বার এই প্রতিযোগিতা জিতেছে। তুলনায় অনেক নতুন দল গোকুলম। তারা এক বারই এই প্রতিযোগিতা জিতেছে (২০১৯ সালে)। ৬ বারের মুখোমুখি সাক্ষাতেও ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে ৩-২ ব্যবধানে। কিন্তু ডুরান্ডে গোকুলমের কাছে আগেও হেরেছে লাল-হলুদ। ২০১৯ সালে ডুরান্ডের সেমিফাইনালে গোকুলমের কাছে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। সে বারই এই প্রতিযোগিতা জিতেছিল কেরলের ক্লাব। সেই হারের কথা নিশ্চয় মনে থাকবে লাল-হলুদের। শুক্রবার যাতে পুরনো ছবি না ফেরে তার চেষ্টা করবে তারা।

দায়িত্ব নিয়েই ইস্টবেঙ্গলকে ডুরান্ডের শেষ আটে তুলেছেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। সাড়ে ৪ বছর পরে তাঁর হাত ধরেই ডার্বিতে মোহনবাগানকে হারিয়েছে দল। কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে সতর্ক দলের কোচ। কুয়াদ্রাত বলেন, ‘‘আমরা একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। গ্রুপেও কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছি। তাদের বিরুদ্ধে ভাল খেলায় আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। গোকুলম ভাল দল। ওরা আগেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাই সতর্ক থাকব। আশা করছি শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা হাসিমুখেই মাঠ ছাড়তে পারবেন।’’

গোকুলমের কোচ ডোমিঙ্গো ওরামাস আবার সতর্ক দলের রক্ষণ নিয়ে। সেই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে চান তিনি। ডোমিঙ্গো বলেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কলকাতায় খেলা কঠিন। আমাদের দলের রক্ষণকে আরও মজবুত করতে হবে। সেই সঙ্গে আক্রমণও করতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। কেরলে থাকা সমর্থকদের আনন্দ দিতে চাই।’’ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ভাল ছন্দে রয়েছেন দলের আক্রমণ ভাগের ফুটবলারেরা। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে গোল করেছেন সিভেরিয়ো। ছন্দে রয়েছেন ক্রেসপো, ক্লেইটন সিলভা। ভারতীয়দের মধ্যে নন্দকুমার, মহেশ নাওরেম ভাল খেলছেন। গোলে ভরসা দিচ্ছেন প্রভসুখন গিল। ডুরান্ডে এখনও পর্যন্ত হারেনি দল। গ্রুপে দু’টি জয় ও একটি ম্যাচ ড্র করেছে তারা। নক আউটেও জয়ের ধারা বয়ে নিয়ে যেতে চায় লাল-হলুদ। শুক্রবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ইস্টবেঙ্গল বনাম গোকুলম ম্যাচ শুরু হবে। খেলা দেখা যাবে সোনি টেন ২ চ্যানেলে।

ভারতে খেলতে আসছেন নেমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখা হচ্ছে না ভারতের। কিন্তু এ দেশে খেলতে আসতে চলেছেন নেমার। বৃহস্পতিবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্যায়ের ড্র হল। সেখানে মুম্বই সিটি এফসির গ্রুপে রয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল, যে ক্লাবে সদ্য যোগ দিয়েছেন নেমার। ফলে আগামী দিনে নেমারকে পুণেয় খেলতে আসতে দেখা যাবে। রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসের পড়ল অন্য গ্রুপে। যদি নেমার না-ও আসেন, তা হলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলের একাধিক তারকাকে খেলতে দেখার সুযোগ রয়েছে। কারণ, আল হিলাল সম্প্রতি অনেক ফুটবলারকেই সই করিয়েছে।

গত আইএসএলের লিগ শিল্ড জেতার সুবাদে এ বার সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে মুম্বই। তারা ছিল তৃতীয় পটে। সেখানেই পড়েছে মুম্বই সিটি এফসি। লিয়োনেল মেসি অতীতে এ দেশে খেলে গিয়েছেন। তাই অনেকেই চাইছিলেন, রোনাল্ডোকে যদি দেখা যায় তা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। সেই প্রত্যাশা অন্তত এ বারে মিটছে না। কিন্তু নেমারকে দেখার সুযোগ থাকছে।

আল হিলাল কিছু দিন আগে সই করিয়েছে নেমারকে। তার পরে ক্লাবে যোগ দিয়েছেন কাতার বিশ্বকাপে নজরকাড়া মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বোনো। সার্বিয়ার আলেকজান্ডার মিত্রোভিচকেও হিলালের জার্সি গায়ে দেখা যাবে। এ ছাড়া চেলসিতে খেলা কালিদৌ কৌলিবালি, পর্তুগালে রোনাল্ডোর সতীর্থ এবং ইপিএলের উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের প্রাক্তন ফুটবলার রুবেন নেভেস, সার্বিয়ার সের্গেই মিলিঙ্কোভিচ স্যাভিচ, বার্সেলোনার প্রাক্তনী তথা ব্রাজিলের ফুটবলার ম্যালকম। এ ছাড়া সৌদি আরবের জাতীয় দলে খেলা একাধিক ফুটবলার তো রয়েছেনই। তার মধ্যে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে যে দু’জন গোল করেছিলেন, সেই আল-সেহরি এবং আল-দাওয়াসারি রয়েছেন আল হিলালে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ সি-তে পড়েছে মুম্বই। আল হিলাল ছাড়াও সেই গ্রুপে রয়েছে ইরানের ক্লাব নাসাজি মাসান্দারান এবং উজবেকিস্তানের ক্লাব নবখর। গত বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল কুওয়া আল জাওয়াইয়ার বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচ জিতেও পরের রাউন্ডে ওঠা হয়নি মুম্বইয়ের। এ বার তাদের প্রতিপক্ষ যারা, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অনেক বেশি কঠিন। তবে মুম্বই এ বার ঘরের মাঠে নয়, খেলবেন পুণের বালেওয়াড়ি স্টেডিয়ামে। সেখানে দর্শকসংখ্যা ১১ হাজারের কিছু বেশি। ফলে খুব বেশি মানুষ নেমারকে দেখার সুযোগ পাবেন না।

চোট সারিয়ে অবশেষে ফেরা জাতীয় দলে, দুই নেপথ্যনায়ককে ধন্যবাদ দিচ্ছেন শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন। তার পর আর ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারেননি। অবশেষে এশিয়া কাপে আবার ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে শ্রেয়স আয়ারের। জাতীয় দলে ফিরতে পেরে খুশি তিনি। ধন্যবাদ জানালেন দু’জনকে, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁকে ফেরত আসতে সাহায্য করেছে।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন শ্রেয়স, যেখানে তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) প্রধান ফিজিয়ো নিতিন পটেল এবং ট্রেনার রজনীকান্তের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শ্রেয়স রিহ্যাবে থাকাকালীন এই দু’জনই তাঁর যত্ন নিয়েছেন এবং দেখভাল করেছেন। তাঁদের পরিশ্রমে ভারতীয় দলে ফেরার পরে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি শ্রেয়স।

তিনি লিখেছেন, ‘‘একটা লম্বা যাত্রা পেরিয়ে এলাম। আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তা যে মানুষগুলোর জন্যে সম্ভব হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ নিতিন ভাই, রজনী স্যর এবং এনসিএ-র প্রত্যেককে, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাকে সারিয়ে তুলেছে। তোমাদের প্রতি অনেক ভালবাসা থাকল।

পিঠের চোটের কারণে শ্রেয়সের অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে এখন তিনি পুরোপুরি ফিট বলেই খবর। এক দিনের দলে চার নম্বরে ভাল পারফর্ম করার জন্যে তাঁর উপরেই বাজি রাখছেন সকলে। ফলে চোট সারিয়ে ফিরলেও দায়িত্ব একটুও কমবে না শ্রেয়সের। তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যাট করতে নামতে হবে। এনসিএ-তে দীর্ঘ দিন আগেই অনুশীলন শুরু করেছিলেন।

এশিয়া কাপের আগে অস্বস্তি বাড়ল শামির

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের আগে অস্বস্তিতে ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামি। স্ত্রী হাসিন জাহানের করা মামলায় তাঁকে জামিন নিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় দলের জোরে বোলারকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। সোমবার আলিপুর অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের রায়, স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে শামিকে তলব করার পিছনে কোনও প্রয়োজনীয় কারণ খুঁজে পায়নি আদালত। তাই তাঁকে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে না। তবে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই মামলার পরবর্তী বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারকে ট্রায়াল কোর্টে আবেদন করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তিনি জামিনের আবেদন করতে পারবেন। আইন মোতাবেক শামির জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রায়াল কোর্ট। এই অবস্থায় আইনজীবীরা মনে করছেন, শামি যদি জামিনের আবেদন করেন তবে তাঁকে অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম)-এর কাছে হাজিরা দিতে হবে। বড় দু’টি প্রতিযোগিতার আগে শামির পক্ষে যা অস্বস্তির কারণ।

২০১৮ সালের ৮ মার্চ শামি এবং তাঁর দাদার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে যাদবপুর থানায় এফআইআর করেন হাসিন। ২০১৯ সালের ২৯ অগস্ট শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আলিপুরের এসিজেএম কোর্ট। ওই বছর ৯ সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলা দায়রা আদালত ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এই অবস্থায় প্রায় চার বছর ধরে মামলাটি সেখানে বিচারাধীন রয়েছে। পরে জেলা দায়রা বিচারকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন হাসিন।

এশিয়া কাপের আগে বিশেষ প্রস্তুতি রোহিত-কোহলিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপের প্রস্তুতির লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুর আলুরে বিশেষ শিবিরে জড়ো হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজে র বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলে ফেরার পর বেশ কিছু দিন বিশ্রাম পেয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। কিন্তু বাড়িতে শান্তিতে বসে থাকতে পারেননি কেউই। বোর্ডের তরফে ১৩ দিনের বিশেষ ফিটনেস প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেককেই। কড়া ভাবে সেখানে লেখা নির্দেশ পালন করতে হয়েছে।

প্রথমেই কোহলিদের পুরো শরীরের পরীক্ষা করা হয়েছে। রক্তপরীক্ষাও করা হয়েছে। যাঁরা যোগ্যতামান পেরোতে পারবেন না, তাঁদের নিয়ে বিশেষ ভাবে কাজ করবেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ট্রেনারেরা। বিশ্বকাপের বছরে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ তাঁরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে ফিরে যাঁরা আয়ারল্যান্ড সিরিজে খেলেননি তাঁদের জন্যে ১৩ দিনের বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কোহলি, রোহিত ছাড়াও হার্দিক পাণ্ড্য, রবীন্দ্র জাডেজা, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন।

অগস্টে ৯-২২ পর্যন্ত এই ফিটনেস প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে হয়েছে কোহলিদের। মাঝে এক দিনের বিরতি ছিল। কেউ যাতে চোট না পান তার জন্যেই এই সিদ্ধান্ত। এনসিএ-এর ফিজিয়োরা আলোচনা করেই এই প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলেন। শুধু শারীরিক অনুশীলন নয়, খেলোয়াড়দের মাথা ঘামাতে হয়েছে ডায়েট নিয়েও। শক্তি বাড়ানো, কাঁধের জোর বাড়ানো এবং পেশির শক্তি বাড়ানোর উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রোটিন খেতে বলা হয়েছিল। পাশাপাশি জিম, হাঁটা, দৌড় এবং সাঁতার কাটা ছিল। বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘‘এটা বিশেষ প্রোগ্রাম। আমরা চাই পরের দু’মাস ওরা পুরোপুরি ফিট থাকুক। কে সেই প্রোগ্রাম অনুসরণ করেছে তা ফিজিয়োরা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

গত কয়েক বছরে বড় প্রতিযোগিতার আগে ভারতীয় দলে চোট-আঘাত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ছিটকে যান যশপ্রীত বুমরা। কেএল রাহুল এবং শ্রেয়স আয়ারের মতো ক্রিকেটারেরা সবে চোট সারিয়ে ফিরেছেন।

মায়ামির হয়ে প্রথম বার ম্যাচে গোল পেলেন না মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেকের পর অবশেষে এই প্রথম বার গোল করতে পারলেন না লিয়োনেল মেসি। কিন্তু তাঁর দলের জিততে অসুবিধা হল না। ইউএস ওপেন কাপে আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী দল সিনসিনাটিকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল মায়ামি। মেসি গোল না করলেও দু’টি অ্যাসিস্ট করেছেন। নির্ধারিত সময়ে খেলা ৩-৩ শেষ হওয়ার পর টাইব্রেকারে জিতেছে মায়ামি। ২৭ সেপ্টেম্বর ফাইনালে মায়ামি খেলবে হিউস্টন ডায়নামোর বিপক্ষে।

মায়ামির হয়ে খেলতে নেমে এই প্রথম এত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললেন মেসি। লুসিয়ানো আকোস্তার গোলে ১৮ মিনিটে এগিয়ে যায় সিনসিনাটি। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রেন্ডন ভাজকুয়েজ ২-০ করেন। মেসি তত ক্ষণে একটিও গোলে শট মারতে পারেননি। তবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেই তাঁর আসল খেলা বেরিয়ে আসে। ৬৮ মিনিটে তিনি ফ্রিকিক থেকে ক্রস করেন লিয়োনার্দো কাম্পানার উদ্দেশে। গোল করেন কাম্পানা। সংযুক্তি সময়ে আবার মেসির জাদু। এ বার তাঁর নিখুঁত পাস থেকে কাম্পানার গোলে সমতা ফেরায় মায়ামি। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

৯৩ মিনিটে জোসেফ মার্তিনেসের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। তবে ১১৪ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দেয় সিনসিনাটি। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। মেসির টাইব্রেকারের প্রথম শটে গোল করেন। দুই দলই প্রথম চারটি শটে গোল। অবশেষে পঞ্চম শটে মায়ামির গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার আটকে দেন সিনসিনাটির শট। এর পর মায়ামির বেঞ্জামিন ক্রেমাশি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। মেসি যোগ দেওয়ার পর থেকে এখনও হারেনি মায়ামি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**